হাদীস কেন মানতে হবে?

[হাদীস অস্বীকারকারীদের জবাবে]

কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়
জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

হাদীস কেন মানতে হবে?

[হাদীস অস্বীকারকারীদের জবাবে]

কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়
জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯ সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

www.WaytoJannah.Com

হাদীস কেন মানতে হবে?
কামাল আহমাদ

গ্রন্থসত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

অর্থায়নে
আলহাজ্জ মুজাম্মেল হক

প্রকাশ কাল
প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ২০১১

বিনিময় ঃ ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
জায়েদ লাইব্রেরী
৫৯ সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১১৯১-১৯৬৩০০
০১১৯৮-১৮০৬১৫
০১৮২১-৭২৪৯৬০

www.WaytoJannah.Com

بسم الله الرحمن الرحيم

হাদীস কেন মানতে হবে?

মুনকিরীনে হাদীস বা হাদীস অস্বীকারকারীদেরকে কুরআন থেকে হাদীস মানার দলীল – হাদীস ও সালফে-সালেহীনের (সাহাবী, তাবে'য়ী, মুহাদ্দিস প্রমুখদের) তাফসীর ছাড়া উপস্থাপন করা হল। কেননা হাদীস বা তাফসীর গ্রন্থে কোন আয়াতের দাবী কি-এটা তারা দলীল হিসাবে গ্রহণ করে না। তাই যে কৌশল অবলম্বন করে তারা কুরআনকে উপস্থাপন করে, আমরা সেই একই কৌশলের মাধ্যমে কুরআনকে মানার সাথে সাথে 'হাদীস কেন মানতে হবে?' তা উপস্থাপন করলাম। – কামাল আহমাদ

অনুচ্ছেদ ১ ঃ কুরআন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত এবং বৈপরীত্যহীন (মতপার্থক্য মুক্ত)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اَفَلاَ يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ط وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا

"তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে নাযিল হত, তাহলে অবশ্যই এতে বৈপরীত্য (ইখতিলাফ) দেখতে পেত।"[১]

تَنْزِيْلٌ مِّنْ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ــ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُه' قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"এটা নাযিল হয়েছে রহমানুর রহীমের পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী 'কুরআন'রূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য।[২]

অনুচ্ছেদ ২ ঃ রসূলের বাণী তথা হাদীসও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اِنَّه' لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ـ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ط قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ ـ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

"নিশ্চয়ই এটা রসূলে কারীমের বাণী। এটা কোন কবির কথা নয়, তোমরা কম সংখ্যকই ঈমান আন। এটা কোন গণকের বাণী নয়, তোমরা কমই অনুধাবন কর। এটা রব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।"[৩]

[১]. সূরা নিসা ঃ ৮২ আয়াত।
[২]. সূরা হা–মীম সেজদাহ ঃ ২-৩ আয়াত।
[৩]. সূরা হাক্কাহ ঃ ৪০-৪৩ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ــ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ــ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ ــ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ــ

"নিশ্চয় এটা রসূলে কারীমের বাণী। যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশীল। সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন। আর তোমাদের সাথী পাগল নন।"[৪]

১ নং অনুচ্ছেদের আয়াত মূল ধরে ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আয়াত দু'টির সরল তরজমার দাবী হল,

ক) কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। এটা অন্য কারো উক্তি নয়।

খ) যেহেতু কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী, সেহেতু রসূলে কারীমের বাণী বলতে কুরআনকে বুঝানো হয় নি। বরং রসূলেরই স্বতন্ত্র বাণী তথা হাদীস আছে। যিনি কবি, গণক কিংবা পাগল নন এবং কেবল দুনিয়াতেই নয় বরং আসমানবাসীদের কাছেও মর্যাদাশীল, মান্যবর ও বিশ্বাসভাজন। এটাও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

গ) কুরআনের মধ্যে ইখতিলাফ বা বৈপরীত্য নেই। সুতরাং কিভাবে 'আল্লাহ তা'আলার বাণী' ও 'রসূলে কারীমের বাণী' উভয় অর্থেই কুরআন হবে?[৫] কেননা আহলে কিতাব (ইয়াহুদী/নাসারা) ও মুশরিকগণ রসূলকে পাগল, কবি বললেও আল্লাহকে পাগল, কবি বলেছে – এর কোন প্রমাণ কুরআনে নেই।

অনুচ্ছেদ ৩ ঃ রসূলের কথা (হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত অহী।

এ সম্পর্কে আলাহ তা'আলা বলেন :

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ـ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ـ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ـ

"তোমাদের সাথী বিভ্রান্ত নন, বিপথগামী ও নন। এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এতো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[৬]

---

৪. সূরা তাকবীর ঃ ১৯-২২ আয়াত। মূলত এই আয়াতটিতে বর্ণিত 'রসূলে কারীম' বলতে জিবরাঈল (আ)কে বুঝানো হয়েছে (দ্রঃ তাফসীর গ্রন্থসমূহ)। কিন্তু আহলুল কুরআন বা হাদীস অস্বীকারকারীগণ যেহেতু কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীস মানেন না, এজন্য তাদের বিপক্ষে হাদীস মানার ক্ষেত্রে শাব্দিক তরজমা হিসাবে উক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করা হল। তাছাড়া কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারীদের মত তাদের এ ব্যাখ্যা করারও সুযোগ নেই যে – এখানে 'রসূলে কারীমের বাণী' বলতে মূলত কুরআনকেই উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা তারা অনুবাদের ক্ষেত্রে যে পন্থা অনুসরণ করেন, সেই রীতি অনুযায়ী রসূলের বাণী ও আল্লাহর বাণী কখনই এক নয়।

৫. এটা একাধারে প্রশ্ন এবং উত্তর। যা আহলুল কুরআনদের চিন্তার খোরাক বৈকী।

৬. সূরা নজম ঃ ২-৪ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

পূর্ববর্তী ১ নং অনুচ্ছেদে প্রমাণ হয়েছে কুরআন কেবলই আল্লাহর বাণী। সুতরাং আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, রসূলুল্লাহ (স) কোন মনগড়া কথা বলেন না, বরং তার কথাগুলোও অহী হিসাবে নাযিলকৃত।[৭] যা ২ নং অনুচ্ছেদের দাবীকেই সমর্থন করল। অর্থাৎ আল্লাহর বাণী ও রসূলের বাণী ভিন্ন ভিন্ন অহী।

অনুচ্ছেদ ৪ ঃ আল্লাহর নামে অহী বিকৃত করার সুযোগ স্বয়ং রসূলেরও ছিল না।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ـــ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ـــ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ـــ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ـــ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ـــ

"সে [রসূলুল্লাহ (স)] যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম। অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না। এটা মুত্তাক্বীদের জন্য অবশ্যই একটি উপদেশ।[৮] পূর্বের আয়াতে প্রমাণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (স)এর কথাও অহী এবং তা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত। আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হল, যদি রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে কথা ব্যতীত নিজের মনমত কথা বলতেন, তাহলে তৎক্ষণাৎ তাঁর গ্রীবা ধমনী কেটে প্রাণ হরণ করা হত। যা থেকে প্রমাণিত হয়, রসূলের (স) কথা ও কাজ হিসাবে আমাদের কাছে যাকিছু সত্যতা ও নির্ভযোগ্যতার সাথে নিষ্ঠাবান মুত্তাক্বীদের মাধ্যমে পৌঁছেছে – তাও নির্ভেজাল অহী। যারা মিথ্যা হাদীস রচনা করেছে তাদের অনেকেরই উক্ত আয়াতের আলোকে কঠিন মৃত্যু হয়েছে।[৯] উপরন্তু আয়াতটির মাধ্যমে পরবর্তী

---

৭. যারা কুরআন ও সহীহ হাদীসের দাবী অনুযায়ী উক্ত 'অহী'র অর্থ কুরআন ও হাদীস উভয়কে বুঝে থাকেন, তাদের দাবীও স্ব স্ব স্থানে সঠিক। আমরা তো এখানে হাদীস অস্বীকারকারীদের কেবল কুরআনের দলীল দ্বারা হাদীস অহী হওয়া প্রমাণ করার লক্ষ্যে উপরোক্ত উপস্থাপনা করেছি।

৮. সূরা হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৮ আয়াত।

৯. 'আলী (রা) ইবনে সাবা ও তার অনুসারীদেরকে মেরে আগুনে পুড়িয়েছিলেন। (ইবনে হাজার, লিসানুল মিযান ৩/২৯০ পৃঃ) এভাবে 'খুলাফায়ে রাশিদীন' –এর যুগের পরেও যখনই কোন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীস জালকরণের কথা প্রমাণিত হয়েছে, তখনই তার প্রাণদন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হারিস ইবনে সা'ঈদ আল–কাযযাবকে খলীফা হিশাম ইব্ন 'আবদিল মালিক এ অপরাধেই প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন। অতঃপর আব্বাসীয় খলীফা আল্–মানসূর (১৩৬/৭৫৩-১৫৮/৭৭৪) রসূলুল্লাহ (স)–এর নামে মিথ্যারোপের অপরাধেই মুহাম্মাদ ইবনে সা'ঈদ আল্–মাসলূবকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে ছিলেন। এভাবে উমাইয়া গর্ভনর খালিদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল্–কাসরী মিথ্যা হাদীস রচনাকারী বয়ান ইব্ন সাম'আন আল–মাহদীকে এবং বসরার আব্বাসীয় গভর্নর মুহাম্মাদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আলী কুখ্যাত জাল হাদীস রচনাকারী আব্দুল করীম ইব্ন আবিল আওজাকে প্রাণদন্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। (আস–সুবাঈ, আস–সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত্–তাশইর'ইল ইসলামী, পৃঃ ৮৫)। [সূত্রে : ডঃ মুহাম্মাদ

www.WaytoJannah.Com

মুত্তাক্বীদের জন্য কুরআন ও হাদীস বর্ণনাকারীদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। ফলে হাদীস সংকলণের ক্ষেত্রে আয়াতটি ছিল মুত্তাক্বীদের জন্য বিশেষ উপদেশ (যিকির) ও হিদায়াত (গাইড বা পথ নির্দেশিকা)। অন্যত্র মুত্তাক্বীদের অভয় দিয়ে যিকির তথা অহী হিসাবে নাযিলকৃত সমস্ত উপদেশাবলী হেফাযতের প্রক্রিয়া আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্বের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ

"আমিই এই উপদেশ (যিকির) নাযিল করেছি, আর আমিই এর সংরক্ষক।"[১০]

সংক্ষেপে বলা চলে, সহীহ হাদীস হিসাবে যাকিছু প্রচলিত আছে তার মধ্যে কোন কিছু বিকৃত থাকলে তার সংকলকদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ-ই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এটাই আলোচ্য আয়াত দু'টির দাবী।

অনুচ্ছেদ ৫ ঃ যারা কুরআনকে আল্লাহর কথা হিসাবে স্বীকার করতে চায় নি, তাদের মোকাবেলায় বলা হয়েছে "তাহলে কুরআনের অনুরূপ বা এর কোন সূরা বা আয়াতের অনুরূপ রচনা করে আন।" পক্ষান্তরে রসূলের কথাকে যারা বিভিন্নভাবে মানতে চায় নি, তাদের জবাবে বলা হয়েছে "তোমাদের সাথী পাগল, কবি, গণক নন। তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তিনি যা বলেন তা আল্লাহর তরফ থেকে নাযিল হয়েছে বা অহী।" একারণে কুরআনে বর্ণিত 'আল্লাহর কথা' তথা আল-কুরআন এবং 'রসূলে কারীমের কথা' তথা হাদীস স্বতন্ত্র বিষয়, অবশ উভয়টিই আল্লাহর তরফ থেকে নাযিলকৃত।

কুরআনের ক্ষেত্রে বর্ণিত ভাষা হল :

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـــذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً ــــ

"(হে নবী) বলুন! সমগ্র মানুষ ও জিন একত্রিত হয়েও যদি কুরআনের ন্যায় গ্রন্থ রচনায় নিয়োজিত হয়, তবুও অনুরূপ কিতাব রচনা করতে পারবে না। যদিও সকলের সমবেত প্রচেষ্টা তাতে নিয়োজিত হয়।"[১১]

জামাল উদ্দিন, রিজাল্‌শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০০৪) পৃঃ ২০৩-০৪। এই ঐতিহাসিক সত্যতার আলোকে প্রমাণিত হল, আল্লাহর নামে কুরআন বা হাদীসের বিকৃতকারীদের পরিণাম খুবই ভয়াবহ (সূরা হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৮ আয়াত)। পক্ষান্তরে হাদীস সংকলণের মহান দায়িত্বে যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের সুনাম ও সুখ্যাতি সারা দুনিয়াব্যাপী। এ থেকেও আলোচ্য আয়াতটি সাক্ষ্য প্রদান করছে।

[১০]. সূরা হিজর ঃ ৯ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"তারা কি বলে, কুরআন তুমি রচনা করেছ? তুমি বল : তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের দাবী সত্য হয়ে থাকে।"[১২]

وَمَا كَانَ هَـذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ـــ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"কুরআন এমন জিনিস নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তা রচনা করবে। অবশ্য এটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে এবং বিস্তৃত কিতাব, যা রব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে আগমনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তারা কি বলে, এটা বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"[১৩]

হাদীসের ক্ষেত্রে বর্ণিত ভাষা হল :

انَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ـــ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ط قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ ـــ وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ـــ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـــ

"নিশ্চয়ই এটা রসূলে কারীমের বাণী। এটা কোন কবির কথা নয়, তোমরা কম সংখ্যকই ঈমান আন। এটা কোন গণকের বাণী নয়, তোমরা কমই অনুধাবন কর। এটা রব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।"[১৪]

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ـــ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ـــ اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ـــ

---

[১১]. সূরা বানী ইসরাঈল ঃ ৮৮ আয়াত।
[১২]. সূরা হুদ ঃ ১৩ আয়াত।
[১৩]. সূরা ইউনুস ঃ ৩৭-৩৮ আয়াত। আরো দ্রঃ সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৩-২৪ আয়াত।
[১৪]. সূরা হাক্কাহ ঃ ৪০-৪৩ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

"তোমাদের সাথী বিভ্রান্ত নন, বিপথগামী ও নন। এবং তিনি মনগড়া কথা বলেন না। এতো অহী, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[১৫]

সূতরাং কুরআন ও রসূলের বাণী ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উভয়টিই নাযিলকৃত।

অনুচ্ছেদ ৬ ঃ আল-কুরআন উম্মুল কিতাবের একটি অংশ। উম্মুল কিতাবের সবকিছু আল-কুরআনে নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ـــ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

"আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। এটাতো আমার নিকট উম্মুল কিতাবে আছে, যা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ ও জ্ঞানসম্পন্ন।"[১৬]

অর্থাৎ, আল-কুরআন মূল বা উম্মুল কিতাবের একটি অংশ। কেননা উম্মুল কিতাবের অনেক বিষয়ই কুরআনে নেই। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

"পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত হবার পূর্বেই কিতাববদ্ধ করেছি, আল্লাহর পক্ষে এটা খুব সহজ।"[১৭]

অথচ সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কার কি ধরণের বিপদ-আপদ আসবে তা কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং কিতাব বলতে কুরআনে কেবলমাত্র আল-কুরআন বুঝানো হয় নি। নাযিলের পূর্বে কুরআন উম্মুল কিতাবে, ছিল এর অপর নাম 'কিতাবুম মাকনুন' বা সংরক্ষিত গ্রন্থ যা 'লাওহে মাহফুযে ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ـــ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ـــ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ـــ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ.

"নিশ্চয় এটা কুরআনে কারীম। যা আছে কিতাবুম মাকনুনে। যারা পাক-পবিত্র, তারা ছাড়া অন্য কেউ একে স্পর্শ করে না। এটা রব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।"[১৮]

---

[১৫]. সূরা নজম ঃ ২-৪ আয়াত।
[১৬]. সূরা যুখরুফ ঃ ২-৪ আয়াত।
[১৭]. সূরা হাদীদ ঃ ২২ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ـــ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ـــ

"বরং এটা মহান কুরআন। লাওহে মাহফুযে (লিপিবদ্ধ)।"[১৯]

অনুচ্ছেদ ৭ ঃ অনুরূপভাবে কিতাবুল্লাহ (আল্লাহর কিতাব) শব্দটিও কেবলমাত্র আল-কুরআন অর্থে ব্যবহৃত হয় নি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ.

"নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকেই কিতাবুল্লাহ'তে (আল্লাহর কিতাবে) আল্লাহর নিকট মাস গণনায় (রয়েছে) বারটি মাস, তন্মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ (হারাম) মাস।"[২০]

সৃষ্টির শুরুতে 'কিতাবুল্লাহ' বলতে লাওহে মাহফুযকে বুঝায়, কখনই কুরআন মাজীদ নয়। কেননা কুরআনে ঐ চারটি মাসকে সুনির্দিষ্ট ভাবে বর্ণনা করা হয় নি। বরং হাদীসে ঐ চারটি মাসের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা আছে। সুতরাং প্রমাণিত হল, (১) 'কিতাবুল্লাহ' বা আল্লাহর কিতাব বলতে কেবল কুরআন মাজীদকেই বুঝায় না। (২) হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা বিধায় এটাও কিতাবুল্লাহর অংশ।[২১]

অনুচ্ছেদ ৮ ঃ প্রত্যেক নবীকেই কিতাব ছাড়াও হিকমাত শেখানো হয়েছে।

সমস্ত নবী (আ)-এর উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে :

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ.

"যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, তোমাদের কিতাব ও হিকমাত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তার উপর ঈমান আনবে এবং তাকে

---

[১৮]. সূরা ওয়াক্বিয়াহ ঃ ৭৭-৮০ আয়াত।

[১৯]. সূরা বুরুজ ঃ ২১-২২ আয়াত।

[২০]. সূরা তাওবাহ ঃ ৩৬ আয়াত।

[২১]. নবী (স) ও সাহাবাগণ (রা) কুরআনে বর্ণিত নেই এমন বিষয় (যেমন – বিবাহিত ব্যভিচারীকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা) ফায়সালা করার পরেও সেটাকে 'আল্লাহর কিতাব বা কিতাবুল্লাহ' বলেছেন। [দ্রঃ সহীহ বুখারী – কিতাবুল মুহারিবীন, কিতাবুল মাসাজিদ] এটি হাদীস অস্বীকারকারীদের নিকট দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় আমরা বর্ণনাটি উল্লেখ করলাম না।

www.WaytoJannah.Com

সাহায্য করবে। তিনি বললেন : তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে? তারা বলল, আমরা স্বীকার করলাম। তিনি বললেন : তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম।"[২২]

অনুচ্ছেদ ৯ ঃ নবীদের কিতাব বিস্তারিত হওয়া সত্তেও অতিরিক্ত সহায়ক 'ইলম দান করা হত।

وَكَتَبْنَا لَه فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ.

"আমি তাঁর (মূসার) জন্য ফলকে সববিষয়ের উপদেশ ও সবধরণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি।"[২৩]

'ঈসা (আ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ.

"(হে মারইয়াম!) আল্লাহ তাঁকে ['ঈসা (আ)] শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজিল।"[২৪]

হাশরের ময়দানে 'ঈসা (আ) কে আল্লাহ তা'আলা বলবেন :

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ.

---

[২২]. সূরা আলে ইমরান ঃ ৮১আয়াত।

[২৩]. সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৫ আয়াত।

[২৪]. সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৮ আয়াত। মুনকিরীনে হাদীস বা হাদীস অস্বীকারকারীগণ হিকমাত বলতে কুরআনকেই ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎ কিতাবের পরে ব্যবহৃত আরবী ওয়াও (و) শব্দটি তাফসীর বা ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করেন। এপর্যায়ে আয়াতটির অর্থ হবে : "(হে মারইয়াম!) আল্লাহ তাকে ['ঈসা (আ)] শিক্ষা দিবেন কিতাব অর্থাৎ হিকমাত অর্থাৎ তাওরাত অর্থাৎ ইনজিল।" অথচ এটা সুস্পষ্ট যে, তাওরাত ও ইনজিল একই কিতাব নয়, বরং স্বতন্ত্র দু'টি কিতাব। আর যখন 'ঈসা (আ)কে আল্লাহ তা'আলা কিতাব ছাড়াও হিকমাত শিক্ষা দিয়েছেন, তাওরাত ছাড়াও ইনজিল শিক্ষা দিয়েছেন – সুতরাং প্রমাণিত হল, শিক্ষাদান একটি বিষয়ের মধ্যে সীমিত ছিল না। এটা খুবই অদ্ভুত ও বেখাপ্পা উপস্থাপনা যে, তিনটি ওয়াও (و)-এর কেবল একটি ওয়াও (و)কে তাফসীর হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং বাকী দুটি ওয়াও (و)-কে 'আত্ফ (عطف) গণ্য করতে হবে। এ পর্যায়ে অপর একটি প্রশ্নের অবতারণা হয়, তা হল – তাওরাত ও ইনজিল দু'টি স্বত্রন্ত্র কিতাব, তাহলে একজন নবীকে দু'টি কিতাব দেয়া হল কেন? একটি কিতাবই কি যথেষ্ট ছিল না? কেননা কুরআনের দাবীনুযায়ী তাওরাত ছিল বিস্তারিত ব্যাখ্যাসম্বলিত পূর্ণাঙ্গ কিতাব। এতে প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনা ছিল। যদি তাওরাত বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে তাহলে পূণরায় আবার কিতাব ও হিকমাতেরই বা কি প্রয়োজন হল? যদি 'হিকমাত' বলতে কুরআন হয়ে থাকে তাহলে 'ঈসা (আ)এর কিতাবও কি কুরআন ছিল? কক্ষণো না, এ থেকে প্রমাণিত হল – হিকমাত নাযিলকৃত কিতাব ব্যতীত স্বতন্ত্র 'ইলম। যা প্রত্যেক নবীর মূল কিতাবের সহায়ক।

www.WaytoJannah.Com

"(হে ঈসা!) স্মরণ কর! আমি তোমাকে কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজীলের 'ইলম দান করেছি।"[২৫]

অর্থাৎ তাওরাত বিস্তারিত হওয়া সত্তেও ইনজিল নাযিল হয় এবং সাথে সাথে কিতাব ও হিকমাত সহায়ক কিতাবের 'ইলমও দান করা হয়। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় (১) কিতাব বলতে কেবল কুরআন মাজীদকেই বুঝায় না। (২) নাযিলকৃত কিতাব বিস্তারিত হওয়া সত্তেও এর সাথে সাথে নবীদেরকে বহুমূখী 'ইলম দান করা হয়। এ পর্যায়ে রসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

"তিনিই উম্মীদের মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং শিক্ষাদেন কিতাব ও হিকমাত। ইতেপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।"[২৬]

অনুচ্ছেদ ১০ ঃ সাধারণ দুনিয়াবী বিচার–ফায়সালার ক্ষেত্রে এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, পূর্ববর্তী একই ধরণের বিচার–ফায়সালার ক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল তা পর্যালোচনা করা। এ পর্যায়ে কুরআনে বর্ণিত হওয়া সত্তেও নবী (স)এর যামানাতে কোন বিচারের কি ফায়সালা হয়েছিল তার রেকর্ড থাকা অবশ্যই জরুরী। এটা সাধারণ মানবীয় হিকমাত (প্রজ্ঞা) থেকে প্রমাণিত। কেবল ইসলামেরই নয়, পৃথিবীতে প্রচলিত সমস্ত আইনের ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরী ও বাধ্যতামূলক একটি বিষয়। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র কিতাব উল্লেখ করেন নি। বরং কিতাবের বাস্তবপ্রয়োগের কথাও উল্লেখ করেছেন। আর এই কুরআনের ব্যবহারিক বা বাস্তবপ্রয়োগকে কখনো হিকমাত, কখনো হুকুম/হুকমা, কখনো মিযান প্রভৃতি শব্দে ব্যক্ত করেছেন। যা কিতাবের সাথে সাথেই বর্ণিত হয়েছে এবং কিতাব থেকে সেগুলোর স্বতন্ত্রতাও সুস্পষ্ট হয়েছে।

[حكمت (হিকমাত) অর্থ : প্রজ্ঞা, ন্যায়পরায়নতা, কোন কিছুর রহস্য জিজ্ঞাসা করা। حكم (হুকমু) অর্থ : প্রজ্ঞা, হিকমাত। (মুনতাহাল 'আরাব ফি লুগাতিল 'আরাব) সুতরাং হিকমাত ও

---

[২৫]. সূরা মায়িদা ঃ ১১০ আয়াত। 'ঈসা (আ)এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা এই উক্তি হাশরের ময়দানে করবেন। সেখানেও কি কিতাবের ব্যাখ্যা হিসাবে হিকমাত শব্দটির প্রয়োজন হবে, এই চিন্তা করে যে, হাশরের ময়দানে উপস্থিতরা যেন কিতাবের ভুল তাফসীর না করে বসে? অথচ হাশরের ময়দানে কিতাবের ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। যা থেকে প্রমাণিত হয়, কিতাব ও হিকমাত স্বতন্ত্র দু'টি জিনিস।

[২৬]. সূরা জুম'আ ঃ ২ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

হুকমা একই অর্থবোধক। অনুরূপভাবে ميزان (মিযান) – যার অর্থ ন্যায়পরায়নতা – একই অর্থবোধক।[২৭]

রসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ.

"(হে নবী!) আমি হক্বসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যেন আল্লাহ আপনাকে যে সঠিক পথ দেখিয়েছেন সেই অনুযায়ী লোকদের মধ্যে হুকুম (ফায়সালা – حكم) করতে পারেন।"[২৮]

এই আয়াতটিতে যে হুকুম বা ফায়সালার কথা বলা হয়েছে, তা স্বয়ং কুরআন নয়। বরং (১) কুরআন, এবং (২) أَرَاكَ اللَّهُ বা আল্লাহর দেখানো পথ দ্বারা লব্ধ হিকমাত বা প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত হুকুম বা ফায়সালা।

ইয়াহইয়া (আ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا.

"হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়ভাবে এই কিতাব আঁকড়ে থাক। আর আমি তাঁকে শৈশবেই হুকমা দান করেছিলাম।"[২৯]

এই 'হুকমা' কি, যা তাকে কিতাবের পূর্বে শৈশবেই দেয়া হয়েছে? যা থেকে প্রমাণিত হল, কিতাব ও হিকমাত স্বতন্ত্র বিষয়।

সমস্ত রসূলদের উদ্দেশ্যে বর্ণিত হয়েছে :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

"নিশ্চয়ই আমি রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শন (মু'জিযা)সহ প্রেরণ করেছিলাম। আর তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করছিলাম, যেন লোকেরা আদলের (ন্যায়নিষ্ঠার) উপর ক্বায়েম থাকে।"[৩০]

সুস্পষ্ট হল, নবীদের কাছে দু'টি বস্তু নাযিল হত (১) কিতাব, (২) মিযান বা ন্যায়নিষ্ঠ 'ইলম তথা হিকমাত। যার মাধ্যমে কিতাব বিকৃতি ও পরিবর্তন থেকে হেফাযতে থাকবে।

---

[২৭]. মাস'উদ আহমাদ ঃ বুরহানুল মুসলিমীন, পৃঃ ৩০।
[২৮]. সূরা নিসা ঃ ১০৫ আয়াত।
[২৯]. সূরা মারইয়াম ঃ ১২ আয়াত।
[৩০]. সূরা হাদীদ ঃ ২৫ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

অনুচ্ছেদ ১১ ঃ রসূলুল্লাহ (স) কিতাব ছাড়াও অতিরিক্ত বিষয়াদি শিক্ষাদান করেছেন।

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ.

"যেভাবে আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন। আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হিকমাত। আর শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা তোমরা জানতে না।"[৩১]

অনুচ্ছেদ ১২ ঃ আল্লাহর বাণী : مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتبِ مِنْ شَئٍ "আমি কিতাবে কোন কিছুই বাদ রাখি নাই" – এর দাবী কেবল কুরআনকে সুনির্দিষ্ট করে না।"

আয়াতটির সম্পূর্ণ অংশ পাঠ করুন :

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُون.

"আর যতপ্রকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণশীল রয়েছে, এবং যতপ্রকার পাখী দু' ডানাযোগে উড়ে বেড়ায় তারা সবাই তোমাদের মতই একেকটি শ্রেণী। আমি কিতাবে কোন কিছু বাদ রাখি নাই। অতঃপর সবাই স্বীয় রবের কাছে সমবেত হবে।"[৩২]

এটা সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও পাখীর তালিকা কুরআনে লিপিবদ্ধ হয় নি। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা আদম (আ) কে সবকিছুরই নাম শিখিয়েছিলেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كُلَّهَاثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَـؤُلاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ـ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ـ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ.

---

৩১. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৫১ আয়াত।
৩২. সূরা আন'য়াম ঃ ৩৮ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

"আর আল্লাহ তা'আলা আদমকে সমস্ত বস্তু–সামগ্রীর নাম শেখালেন। তারপর সমস্ত বস্তুসামগ্রীকে মালাইকাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। তারা বলল : আপনি পবিত্র? আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত)। নিশ্চয় আপনি প্রকৃত 'ইলমসম্পন্ন, হিকমাতওয়ালা। তিনি বললেন : হে আদম! মালাইকাদেরকে বলে দাও এসবের নাম। তখন সে সেগুলোর নাম বলল।"[৩৩]

এ থেকে সুস্পষ্ট হল, 'আলীম ও হাকীম আল্লাহ তা'আলা নবীদেরকে অনেক ধরণের 'ইলম ও হেকমত সমৃদ্ধ কথা শিখিয়ে থাকেন। যা ক্ষেত্রবিশেষে মালাইকাদেরও জানা থাকে না। সুতরাং সুস্পষ্ট হল, মূল নাযিলকৃত কিতাবের বাইরেও 'ইলম ও হিকমত রয়েছে, যা নবীদেরকে শেখানো হয়। সুতরাং مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتبِ مِنْ شَئٍ "আমি কিতাবে কোন কিছুই বাদ রাখি নাই" –এর দাবী লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত 'উম্মুল কিতাব'কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.

"আমি আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তা প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ। যা মুসলিমদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ।"[৩৪]

সুস্পষ্ট হল, (১) মুসলিমদের হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ হিসাবে কুরআন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ। (২) পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে, কিতাব বলতে কেবল কুরআন মাজীদকেই বুঝায় না। (৩) 'সমস্ত (كُلِّ) বিষয়ের বর্ণনা' পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। তা সত্তেও অতিরিক্তি কিতাব ও সহায়ক 'ইলম নাযিল হতে দেখা যায়। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ

"আমি তাঁর (মূসার) জন্য ফলকে সববিষয়ের (كُلِّ) উপদেশ ও সবধরণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি।"[৩৫]

---

[৩৩]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ৩১ আয়াত।

[৩৪]. সূরা নাহল ঃ ৮৯ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

'ঈসা (আ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ.

"(হে মারইয়াম!) আল্লাহ তাকে ['ঈসা (আ)] শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমাত, তাওরাত ও ইনজিল।"[৩৬]

অর্থাৎ তাওরাতে "সববিষয়ের (كُلٌّ) উপদেশ ও সবধরণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা" থাকা সত্তেও ইনজিল নাযিল হয় এবং সাথে সাথে কিতাব ও হিকমাত সহায়ক কিতাবের 'ইলমও দান করা হয়। এ থেকে সুস্পষ্ট হয়, (১) নাযিলকৃত কিতাব বিস্তারিত হওয়া সত্তেও এর সাথে সাথে নবীদেরকে বহুমূখী 'ইলম দান করা হয়। (২) "সববিষয়ের (كُلٌّ) বর্ণনা ও ব্যাখ্যা" উল্লেখ থাকার পরও অতিরিক্ত 'ইলম নাযিল হওয়া كُلٌّ শব্দের পরিপন্থী হয় না। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ــ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ــ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ــ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

"তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি আপনার জিহবা এর সাথে সঞ্চালন করবেন না। এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি এটা পাঠ করি আপনি সেই পাঠেরই অনুসরণ করুন। অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।"[৩৭]

এই আয়াতে (১) কুরআন সংরক্ষণ ও (২) পাঠের পরবর্তীতে (৩) "অতঃপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই" বাক্য ব্যবহারের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআনের অস্তিত্ব ছাড়াও আল্লাহর পক্ষ থেকে এর স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা নাযিল হয়েছে। এ সম্পর্কে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"আপনার প্রতি এই যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি, যেন আপনি লোকদের সামনে তা ব্যাখ্যা করেদেন – যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে।"[৩৮]

অর্থাৎ কুরআন ও তার ব্যাখ্যা উভয়টিই নাযিলকৃত।

---

[৩৫]. সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৫ আয়াত।
[৩৬]. সূরা আলে ইমরান ঃ ৪৮ আয়াত।
[৩৭]. সূরা ক্বিয়ামাহ ঃ ১৬-১৯ আয়াত।
[৩৮]. সূরা নহল ঃ ৪৪ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

অনুচ্ছেদ ১৩ ঃ হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদ প্রাপ্তির জন্য (১) রসূলের পথ, (২) মু'মিনদের পথের অনুসরণ জরুরী। বিশেষ করে যাদের মাধ্যমে ইলম, হিকমাত, কিতাব আমাদের কাছে পৌঁছেছে।

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً.

"আর যে ব্যক্তি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাঁর নিকট হিদায়াত সুস্পষ্ট হওয়ার পর এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে সে যেদিকে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। আর তা কত মন্দ আবাস।"[৩৯]

وَالسَّبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّلَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নীচ দিয়ে নদী প্রবাহিত। যেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহাসাফল্য।"[৪০]

فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ــ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ.

"যদি জানা না থাকে তাহলে জ্ঞানীদের কাছ থেকে জেনে নাও, সুস্পষ্ট প্রমাণ ও কিতাব দ্বারা।"[৪১]

---

৩৯. সূরা নিসা ঃ ১১৫ আয়াত।

৪০. সূরা তাওবাহ ঃ ১০০ আয়াত। আয়াতে বর্ণিত ঃ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ "যারা তাদের অনুসরণ করেছে ইহসান বা নিষ্ঠার সাথে।" সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ) বলেন ঃ "অর্থাৎ তাবে'য়ী (ও পরবর্তী)–দের জন্য একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। তাহল তাঁদের ভাল কাজে অনুসরণ, মন্দ কাজে নয়।" আবূ সাখর (রহ) বললেন, এ জবাব শুনে আমার অবস্থা এমন হল যে, আমার মনে হতে লাগল – আমি যেন কোন দিন এ আয়াত পাঠ করিনি এবং মুহাম্মাদ ইবনে কা'আব (রহ) আমাকে তা পড়ে শোনাবার আগ পর্যন্ত যেন আমি এর তাফসীর-ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত ছিলাম না।" [তাফসীরে মাযহারী (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন) সূরা তাওবাহ'র ১০০ নং আয়াতের তাফসীর]

৪১. সূরা নহল ঃ ৪৩-৪৪ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

"তবে তারা ছাড়া যারা 'ইলমের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দেয়।"[৪২]

সুতরাং 'ইলমের ক্ষেত্রে যারা সত্য সাক্ষ্য প্রদান করেছেন তারা পরবর্তীদের জন্য অবশ্যই অনুসরণীয়। যদি আল-কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ (স) ও সত্যনিষ্ঠ মু'মিনদের উপলব্ধির দলীল প্রমাণ না থাকে, সেগুলো যদি খুঁজে পাওয়া না যায়, তাহলে কিভাবে আল-কুরআন বুঝা সম্ভব হবে? কেননা ১৪০০ বছর পরে নাযিলের প্রেক্ষাপট ব্যতীত কুরআনের শাব্দিক উপলব্ধি নিঃসন্দেহে কুরআনকে বিকৃতই করে। যদি কেউ দাবী করেন, কুরআনের আগে পিছে পাঠ করে বা বিভিন্ন আয়াতাংশ একত্র করে প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব। তার জবাব হল, এ পদ্ধতিতে তিনি নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারলেও নবী (স) ও সাহাবাগণ (রা) কুরআনকে কিভাবে বুঝেছিলেন তার প্রকৃত উপলব্ধি থেকে তিনি সম্পূর্ণই বঞ্চিত হন। যা প্রকারান্তরে কুরআনের বিকৃত মর্ম ছাড়া অন্য কিছুই নয়। হাদীস গ্রহণ বর্জনের নীতি সাব্যস্ত হয়েছে- সত্য সাক্ষ্য ও বিশ্বস্তার ভিত্তিতে। যা জ্ঞানের অন্য কোন শাখার ক্ষেত্রে বিরল।

অনুচ্ছেদ ১৪ ঃ রসূলের কথা বা 'হাদীস' অহী হবার কয়েকটি প্রমাণ।[৪৩]

হাদীস অহী তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, এ সম্পর্কীত কয়েকটি দলীল নিচে দেয়া হল :

দলীল ১ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ.

"আপনি যখন মু'মিনদেরকে বলতে লাগলেন – তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের রব আসমান থেকে তিন হাজার মালাইকা নাযিল করবেন।"[৪৪]

আয়াতটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতটি নাযিলের পূর্বে রসূলুল্লাহ (স) শান্তনা স্বরূপ সাহাবাদেরকে (রা) তিন হাজার মালাইকার সাহায্যের খবর দিয়েছিলেন। কেননা কুরআন মাজীদের কোথাও তিন হাজার মালাইকার সাহায্যের খবর নবীকে উক্ত আয়াতটির পূর্বে স্বতন্ত্র ভাবে জানানোর কথা বলা

---

৪২. সূরা যুখরুফ ঃ ৮৬ আয়াত।

৪৩. মাস'উদ আহমাদ, বুরহানুল মুসলিমীন (করাচী ঃ জামা'আতুল মুসলিমীন, ১৯৯৩/১৪১৪) থেকে সংকলিত। বইটি পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে লিখিত।

৪৪. সূরা আলে ইমরান ঃ ১২৪ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

হয় নি। সুতরাং সুস্পষ্ট হল, কুরআনে বর্ণিত অহী ছাড়াও স্বতন্ত্র অহী ছিল। যা দ্বারা নবী (স) কে এই সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল।

দলীল ২ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّن يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ.

"(হে রসূল!) আপনি যে ক্বিবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যেই ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে উল্টাপথে (কুফরীর দিকে) চলে।"[৪৫]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বিবলা করার হুকুম আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছিলেন। অথচ সেই হুকুমটি কুরআন মাজীদে নেই। সুতরাং সুস্পস্ট হয়, বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বিবলা নির্ধারণের হুকুম কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোন অহী ছিল।

মুনকিরীনে হাদীসদের (হাদীস অস্বীকারকারীদের) পর্যায়ক্রমিক তিনটি চক্রান্ত–

ক) প্রথম চক্রান্ত ঃ মুনকিরীনে হাদীস আলোচ্য আয়াতটির জবাবে প্রথমে বলেছিল : রসূলুল্লাহ (স) তাওরাত অনুসরণে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বিবলা নির্ধারণ করেছিলেন। কেননা তাওরাতের এই হুকুমটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছিল। সুতরাং উক্ত আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা সেই হুকুমের প্রতি ইশারা করেছেন।

খ) দ্বিতীয় চক্রান্ত ঃ অতঃপর বলল : আলোচ্য আয়াতে ক্বা'বাকে ক্বিবলা করার হুকুমের দিকে ইশারা করা হয়েছে। অতঃপর তরজমা করা হল – "আপনি যে ক্বিবলার দিকে মুখ করেন, তার-ই হুকুম আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন।" অর্থাৎ আয়াতটিতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বিবলা বানানোর বর্ণনা আয়াতটিতে নেই। যেহেতু বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বিবলা বানানোর বর্ণনা আয়াতটিতে নেই, সেহেতু সেদিকে মুখ করার প্রশ্নই অবান্তর। অর্থাৎ বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বিবলা বানানোর ব্যাপারে কোন অহীই আসে নি।

গ) তৃতীয় চক্রান্ত ঃ সবশেষে তারা বলল : ক্বিবলা কখনই পরিবর্তন হয় নি। নবুওয়াতের প্রথম থেকেই ক্বা'বাকে ক্বিবলা বানানোর হুকুম ছিল।

নিজেদের প্রথম দু'টি ভুলের খন্ডন তো স্বয়ং মুনকিরীনের হাদীসগণই করেছেন। সুতরাং কেবল তৃতীয় চক্রান্তের সমাধান দিচ্ছি।.....

---

৪৫. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৪৩ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

১) কুরআন মাজীদে ক্বিবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বর্ণনা আছে। সুতরাং 'ক্বিবলা পরিবর্তন' অস্বীকার প্রকারান্তরে কুরআনের আয়াতকেই অস্বীকার। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সহজ পদ্ধতি উদ্ভূত হল যে – 'কুরআনের আয়াতের অর্থই পরিবর্তন করে দাও।' ফলে (মুনকিরীনে হাদীসের দৃষ্টিতে) সবধরণের জটিলতা দূর হয়ে গেল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

"আমি আপনাকে সে ক্বিবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন।"[৪৬]

এই আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, ক্বিবলা পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু মুনকিরীনে হাদীসগণ আয়াতটির এমন অর্থ করেছে, যার ফলে ক্বিবলা পরিবর্তনের মর্মই নিশ্চিহ্ন হয়েছে। তাদের তরজমা হল :

"আমি আপনাকে এই ক্বিবলার মুতাওয়াল্লী করেছি, যে ক্বিবলা আপনি পছন্দ করেছেন।"

কি ভয়ানক বিকৃতি! আয়াতাংশটির পূর্বে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ

"আমি আপনাকে বার বার (অহীর অপেক্ষায়) আপনার চেহারাকে আসমানের দিকে তাকাতে দেখি।"[৪৭]

এই আয়াতাংশটিকে তারা নিম্নরূপ পন্থায় বিকৃত করেছে :

"আমি দেখছি আপনার অন্তরে বার বার এ চিন্তায় জাগছে (যে ক্বা'বার দিকে আমি মুখ করছি তা আমার দখলে নেই)।"

কি অদ্ভূত ও বিচিত্র অনুবাদ যেখানে না চেহারার তরজমা করা হয়েছে, আর না আসমানের তরজমা করা হয়েছে। অর্থাৎ তরজমাটি নিজেই বিকৃত।

এভাবে অন্যান্য আয়াতের অর্থও পরিবর্তন করা হয়েছে।

যখন দু'টি প্রতিবন্ধকতায় হটিয়ে দেয়া হল, তখন রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেল। আর পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা হাদীস অহী হওয়া সুস্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত হল।

ক্বিবলা পরিবর্তনকে অস্বীকার করা সঠিক নয় ঃ মুনকিরীনে হাদীসদের ক্বিবলা পরিবর্তনকে নিম্নোক্ত কারণে অস্বীকার করা সঠিক নয়।

১) কুরআনুল কারীমের অর্থ বিকৃত করার চেষ্টা করতে হয়।

---

[৪৬]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৪৪ আয়াত।
[৪৭]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৪৪ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

২) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মুত্তাফাকুন 'আলাইহির হাদীসসমূহ ও অন্যান্য সহীহ হাদীসের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ও সত্যনিষ্টতা অস্বীকার করতে হয়, যা বাতিল (সত্যকে অস্বীকার করার নামান্তর)।

৩) ইতিহাস অস্বীকার করা। অথচ এ সমস্ত লোকেরাই সত্য ইতিহাসকে খুবই মর্যাদা দিয়ে থাকে।[৪৮]

৪) যে মাসজিদটিতে একই সাথে একই ওয়াক্তের সালাত দুই ক্বিবলার দিকে মুখ করে আদায় করা হয় তা আজও অস্তিত্বমান রয়েছে। অর্থাৎ সালাত শুরু করা হয়েছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাসের দিকে মুখ করে, এবং ঐ সালাতের মধ্যেই কা'বার দিকে মুখ করা হয়েছিল। সেই মাসজিদটির নাম 'মাসজিদে ক্বিবলাতাইন'। এই মাসজিদ 'ক্বিবলা পরিবর্তন' হওয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৫) কুরআন মাজীদে কা'বার দিকে মুখ করার কারণে ইয়াহুদীগণ অভিযোগ করে যে, সে কেন নিজের পূর্ববর্তী ক্বিবলা থেকে মুখ ফেরাল? এই অভিযোগ তো তখনই সম্ভব, যখন ক্বিবলা পরিবর্তনকে মেনে নেয়া হয়। অন্যথায় যদি নবুওয়াতের শুরুতেই তিনি (স) ইবরাহীম (আ)এর ক্বিবলার দিকে মুখ করতেন, তাহলে তো অভিযোগ করার কোন সুযোগই ছিল না।

৬) কুরআন মাজীদের মনগড়া তরজমা কেবল সহীহ হাদীস ও সত্য ইতিহাসকেই অস্বীকৃতি জানায় না বরং স্বয়ং কুরআনের নিম্নোক্ত তরজমার সাথে সম্পূর্ণ বেখাপ্পা। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا

"এখন নির্বোধেরা বলবে: কিসে তাদেরকে এই ক্বিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে দিল, যার উপর তারা ছিল?"[৪৯]

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"(হে রসূল!) আপনি আপনার চেহারা মাসজিদের হারামের দিকে করুন। আর আপনি যেখানেই থাকুন মাসজিদে হারামের দিকে মুখ করুন।"[৫০]

---

৪৮. হাদীস সংকলণ ও যাচায়-বাছায়ের ক্ষেত্রে যে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে তা পৃথিবীর কোন ইতিহাস সংকলণে করা হয় নি। এমনকি এ যামানায় হাদীস যাচায়-বাছায়ের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ধারের পদ্ধতি ও পর্যাপ্ত দলীলপত্র বর্তমান। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসগত মতপার্থক্য ও বিভ্রান্তির ক্ষেত্রে সেটা প্রায় অসম্ভব।

৪৯. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৪২ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

সুস্পষ্ট হল, এখানে কা'বার মুতাওয়াল্লী বানানোর মর্ম সম্পূর্ণ ভুল। এখানে তো এক ক্বিবলা থেকে অন্য ক্বিবলার দিকে মুখ ফেরানোর ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং ক্বিবলা পরিবর্তনকে অস্বীকার সুস্পষ্ট বাতিল হল।

দলীল ৩ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

"হে মু'মিনগন! যখন জুম'আর দিন সালাতের জন্য আহবান করা (আযান দেয়া) হয়, তখন দ্রুত আল্লাহর যিকিরের দিকে আস এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝে থাক।"[৫১]

এ আয়াতটি কখন নাযিল হয়েছিল তার বিবরণ কুরআন মাজীদে এভাবে এসেছে

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

"আর যখন লোকেরা বাণিজ্য ও ক্রীড়াকৌতুক দেখে তখন আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে যায়। বলুন : আল্লাহর কাছে যা আছে তা ক্রীড়াকৌতুক ও বাণিজ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিক দাতা।"[৫২]

আলোচ্য আয়াত দু'টি থেকে প্রমাণিত হল, ১) সালাতুল জুম'আর জন্য আযান দেয়া হত, ২) জুম'আর দিনটিতে কোন বিশেষ সালাত ছিল যার জন্য লোকেরা জমা হত। অথচ এ দু'টি 'আমলের ব্যাপারে (উক্ত আয়াতগুলোর পূর্বের) কোন হুকুম কুরআন মাজীদে নেই। অর্থাৎ এ দু'টি 'আমল এমন কোন হুকুম দ্বারা পালন করা হচ্ছিল যা কুরআন মাজীদে নাযিল হয় নি। বরং তা কুরআন মাজীদের হুকুম থেকে স্বতন্ত্র ছিল। সেই স্বতন্ত্র হুকুমের বিরোধী 'আমল হওয়াতেই আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে সতর্ক করেন। সুতরাং প্রমাণিত হল, এই হুকুমের উপর 'আমল হাদীসের বদৌলতে চলছিল। সুতরাং হাদীস অহী।

আয়াতটি হাদীসের বিরোধী 'আমল করার ব্যাপারে সতর্কতা স্বরূপ নাযিল হয়। এ থেকে হাদীসের আহকামের গুরুত্বও সুস্পষ্ট হয়।

---

৫০. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৪৪, অনুরূপ মর্মে ১৫০ আয়াত।
৫১. সূরা জুম'আ ঃ ৯ আয়াত।
৫২. সূরা জুম'আ ঃ ১১ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

দলীল ৪ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ـــ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ.

"সালাতসমূহের হেফাযত কর এবং মধ্যবর্তী সালাতের। আর আল্লাহ তা'আলার সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। অতঃপর যদি তোমাদের কারো (শত্রুর) ব্যাপারে ভয় হয়, তাহলে পদচারী অবস্থায় ও সওয়ারীর উপরে পড়ে নাও। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহর যিকির কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।"[৫৩]

আয়াতটি থেকে বুঝা যায় যে, নিরাপদ ও শান্তির অবস্থায় কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সালাত আদায় করা হত। আর ঐ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে "যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে"। সমস্ত কুরআন মাজীদে সালাতের কোন পদ্ধতি পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ অন্য কোন মাধ্যমে সালাত শেখানো হয়েছে। আর সেই মাধ্যমটিকেই হাদীস বলা হয়। সুতরাং হাদীসও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

[সংযোজন ঃ এ পর্যায়ে কোন কোন মুনকিরীনে হাদীসের বক্তব্য নিম্নরূপ :

মুনকিরীনে হাদীসদের মন্তব্য ঃ সালাত কত রাক'আত এবং কুরআনে কি রাক'আতের কথা আছে বলে প্রশ্ন করা হয়। আসলে সালাত সব ওয়াক্তেই দুই রাক'আত দেখুন : সূরা নিসা – ১০২ আয়াত। এখানে দেখা যায় মু'মিনদের একদল এক রাক'আত পড়ার পর চলে গেলেন এবং অন্যদল এসে এক রাক'আত পড়ার পর সালাত শেষ হলো এবং রসূল উভয় ক্ষেত্রে ইমামতিতে বহাল থেকে দুই রাক'আত পড়লেন যার থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে সব ওয়াক্তের সালাতই দুই রাক'আত।

বিশ্লেষণ ঃ আলোচ্য আয়াতটির পূর্বাপর বর্ণনাসহ লক্ষ্য করুন :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوّاً مُّبِيناً ـــ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ

[৫৩]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৩৮-৩৯ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً ـــ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً.

"যখন তোমরা সফর কর, তখন সালাত কসর (হ্রাস) করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফিররা তোমাদের উত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফিররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন, অতঃপর সালাতে দাঁড়ান, তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সিজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা সালাত পড়ে নি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে সালাত পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নেই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরদের জন্য অপমানকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর, তখন দন্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর যিকির কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন সালাত ঠিক করে পড়। নিশ্চয় সালাত মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা ফরয।"[৫৪]

আমরা যদি সহীহ হাদীস দ্বারা আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা গ্রহণ না করি, সেক্ষেত্রে আলোচ্য আয়াতগুলোর দাবী হবে নিম্নরূপ :

১) সফরের সালাত ক্বসর বা হ্রাস করা যায়। হ্রাস করা বা না করাতে কোন গোনাহ নেই। কিন্তু কত রাক'আত হ্রাস করা যায় সে কথা বর্ণনা করা হয়

[৫৪]. সূরা নিসা ঃ ১০১-১০৩ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

নি। তাছাড়া রুকু, ক্বওমা ও জলসাহ ছাড়া কেবল ক্বিয়াম ও সিজদা করাই যথেষ্ট বলেই আয়াতের ধারাবাহিকতা থেকে বুঝা যায়। আর এটাও সালাত হ্রাস করার একটি উপায়।

২) শত্রুর আক্রমণের ভয় থাকলে মুসলিমদের একপক্ষ ইমামের সাথে সালাতে দাঁড়াবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ পাহারাতে থাকবে। প্রথম পক্ষ সালাত হ্রাস কল্পে কেবল ক্বিয়াম ও সিজদা সম্পন্ন করে ফিরে (এসে পাহারাতে) যাবে। তখন দ্বিতীয় পক্ষ ইমামের সাথে সালাতে শরীক হয়ে প্রথমপক্ষের ন্যায় হ্রাসকৃত সালাত তথা কেবল ক্বিয়াম ও সিজদা আদায় করবে। সালাতের অন্যান্য রোকনের কোন বর্ণনা আয়াতগুলোতে আসে নি।

৩) এ প্রক্রিয়ায় সংক্ষেপে সালাত আদায়ের পর যিকির অব্যাহত রাখতে হবে এবং শত্রুর আক্রমণের ভয় না থাকলে সালাতগুলোকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূণরায় সঠিক পন্থায় পড়তে হবে। অর্থাৎ উক্ত পন্থাটি স্থায়ী নয়। নিচের আয়াতটি থেকেও এই দাবীই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ.

"আর যদি তোমাদের কারো (শত্রুর) ব্যাপারে ভয় হয়, তাহলে পদচারী অবস্থায় ও সওয়ারীর উপরে পড়ে নাও। তারপর যখন তোমরা নিরাপত্তা পাবে, তখন আল্লাহর যিকির কর, যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে, যা তোমরা ইতিপূর্বে জানতে না।"[৫৫]

সুতরাং প্রমাণিত হল, সালাতুল খওফ বা ভয়-ভীতির সালাত কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদায়ের বাধ্যবাধকতা নেই।[৫৬] এমনকি হাটাচলা অবস্থাতেও আদায় করা যায়। আর তখন রুকু, সিজদা ও জলসা এর কোনটিরই প্রয়োজন নেই। আর এটাও সালাত হ্রাস করার একটি পদ্ধতি মাত্র। এ কারণে সালাতুল খওফ (সূরা নিসা ঃ ১০২ আয়াত) দ্বারা সর্বাবস্থায় সালাত দুই রাক'আত প্রমাণিত হয় না। কেননা সালাতুল খওফের ব্যাপারে সূরা বাক্বারার ২৩৮-৩৯ নং আয়াতটি সাধ্যমত যে কোন ভাবে ঐ মুহূর্তের সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। সুতরাং

---

[৫৫]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৩৯ আয়াত।

[৫৬]. হাদীসে সালাতুল খওফের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে, যা কুরআনের উক্ত দাবীর সমর্থন মেলে। পক্ষান্তরে হাদীস অস্বীকারকারীগণ ভয়-ভীতির সালাতের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির দাবী তুলে স্বয়ং কুরআনেরই বিরোধীতা করছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় হাদীসই কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা।

www.WaytoJannah.Com

"যেভাবে তোমাদের শেখানো হয়েছে" এ কথাটি স্বতন্ত্র কোন পদ্ধতিকে বুঝানো হয়েছে যা কুরআনে উল্লেখ করা হয় নি। আর সেটাই হল হাদীস।[৫৭]

– সংকলক]

দলীল ৫ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ.

"তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর গাছ কেটে দিয়েছ এবং যেগুলো গোড়াসহ দাড়িয়ে থাকতে দিয়েছ, তা তো আল্লাহরই আদেশে।"[৫৮]

(সুস্পষ্ট হল আয়াতটির পূর্বে কোন হুকুমের দ্বারা খেজুর গাছ কাটা বা না কাটার হুকুম দেয়া হয়। অথচ) কুরআনের কোথাও সেই হুকুমটি নেই যে, অমুক গাছটি কাট এবং অমুকটি কেটো না। সুতরাং প্রমাণিত হল, অন্য কোন মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নিজের রসূলকে (স) হুকুম দিয়েছিলেন। অর্থাৎ কুরআন মাজীদ ছাড়াও অহী আসত। (আর সেটাই হাদীস।)

দলীল ৬ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

"আর যে তিনজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মূলতবী রাখা হয়েছিল – অবশেষে যখন পৃথিবী বিস্তীর্ণ হওয়া সত্তেও তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গেল এবং তাদের নিজেদের জীবন তাদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠল এবং তাদের এরূপ বিশ্বাস জন্মাল যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি তাদের প্রতি রহম করলেন যাতে তারা তাওবা করে। আল্লাহ তাওবা কবূলকারী, পরম দয়ালু।"[৫৯]

---

[৫৭]. এ পর্যায়ে প্রতি রাক'আতে দুই বার রুকু করার স্বপক্ষে যেসব দলীল উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন – সাক্ষী দুই, চোখ দুই, কান দুই, নাকের ছিদ্র দুই, জোড়া জোড়া সৃষ্টি প্রভৃতি। এর কোনটি দ্বারাই সালাতের প্রতি রাক'আতে দুই বার রুকু করার প্রমাণ হয় না। উক্ত বিষয়গুলো দুই দুই বা জোড়া হওয়ার বাস্তব প্রমাণ রয়েছে। সালাতের একটি বড় রোকন হল রুকু করা। ১৪০০ বছর পূর্বে যে সালাত আদায় শুরু হয় তাতে দুই বার রুকু করার প্রমাণের জন্য কমছে কম দুটি সুস্পষ্ট দলীল উপস্থাপন করা সম্ভব হল না? হায় আফসোস! হাদীস অস্বীকারকারীদের অপচেষ্টার জন্য।

[৫৮]. সূরা হাশর ঃ ৫ আয়াত।

[৫৯]. সূরা তাওবা ঃ ১১৮ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

এই তিনজন কারা ছিল? তাদের অপরাধ কি ছিল? আল্লাহ তাদের প্রতি কেন রাগান্বিত হয়েছিলেন? এ মর্মে পূর্বে কোন আয়াত বর্ণিত হয় নি। এ ব্যাপারে কুরআন নিশ্চুপ। আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট যে তাওবাহ ক্বুবুলের পূর্বে রাগ ও ক্রোধের প্রকাশ ঘটেছিল। ইতিহাস বর্ণনা করছে পঁচিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে বয়কট করা হয়। সালাত ও কালাম বন্ধ করে দেয়া হয়, এমনকি বিবিদের থেকেও পৃথক থাকার হুকুম দেয়া হয়। এগুলো কোন হুকুম ছিল? সুস্পষ্ট হল, যে হুকুমের দ্বারা ক্ষমা করা হয় ঐ হুকুমের দ্বারা তার (পূর্বের হুকুমের) অবসানও হয়। কিন্তু ঐ (পূর্বের) হুকুমটির বর্ণনা কুরআন মাজীদে নেই। সুতরাং প্রমাণিত হল, কুরআন মাজীদ ছাড়াও অহী আসত। (আর সেটাই হাদীস।)

দলীল ৭ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.

"আর যখন নবী তার কোন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীর কাছে তা প্রকাশ করলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেন : কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন : যিনি 'আলীমুল খবীর (সর্বজ্ঞ, ওয়াকিফহাল) তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।"[৬০]

এই গোপন কথা কি ছিল? এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদ নিরব। কুরআন মাজীদ থেকে এতটুকুই বুঝা যায় যে, কোন একজন স্ত্রীকে নবী (স) গোপন কথাটি বলতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা নবীকে গোপন কথা ফাঁস হবার খবর জানালেন। কিন্তু খবরটি কিভাবে দিলেন তা কুরআন মাজীদে নেই। যা থেকে সুস্পষ্ট হয়, কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোন অহী মাধ্যমে জানানো হয়েছিল। সুতরাং প্রমাণিত হল, কুরআন মাজীদ ছাড়াও অহীর নাযিলের ধারাবাহিকতা ছিল। এরপর কুরআন মাজীদ থেকে বুঝা যায়, স্ত্রী নবীকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন : আপনাকে কে এটা জানিয়ে দিল যে, আমি গোপন কথাটি ফাঁস করে দিয়েছি? তখন রসূলুল্লাহ (স) বললেন : 'আলীমুল খবীর'। এ থেকে প্রমাণিত হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এখন যদি মুনকিরীনে হাদীসদের মত বলা হয়, কোন

---

৬০. সূরা তাহরীম ঃ ৩ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

মানুষ 'আলীমুল খবীর' খবরটি দিয়েছিল এবং أَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ (আল্লাহ নবীর কাছে তা প্রকাশ করলেন) –এর দ্বারাও যদি মানুষ জানিয়েছে বলে দাবী করা হয়, তাহলে আমরা কেবল এটাই বলতে পারি যে, আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দিন। মুনকিরীনে হাদীসদের এই প্রপাগান্ডা নবুওয়াতের শানে বেআদবী। যেখানে জানানোর মালিক আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং, সেটা যখন কাউকে জানাচ্ছেন তিনি তো নবী ছাড়া অন্য কেউ না। এ পর্যায়ে কি এটা বলা যায় না যে, "আল্লাহ তা'আলা নবীকে অহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। আর সেই অহী কুরআন মাজীদ ছাড়া অন্য কোন অহী ছিল।" যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে বলা যেতে পারে – যা কিছু আল্লাহ তা'আলা নবীকে শিখিয়েছেন তা মানুষই শিখিয়েছিল। আর আল্লাহ তা'আলা সেই শেখানোটাকেই নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এমতাবস্থায় না অহী হিসাবে কিছু থাকল আর না নবুওয়াত, মা'আযাল্লাহ। এ পর্যায়ে সমস্ত কিচ্ছাই শেষ হয়ে যায়।

দলীল ৮ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ

"আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। অতঃপর তারা ঐ কাজই করতে থাকে, যে ব্যাপারে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল।"[৬১]

আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট হয়, এই আয়াত নাযিলের পূর্বে মুসলিমদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু সেই নিষেধাজ্ঞাটি কুরআন মাজীদে নেই। সুতরাং প্রমাণিত হল, কুরআন মাজীদ ছাড়াও অহী আসত।

সংশয় ও সমাধান ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন কানাকানি কর, তখন পাপাচার, সীমালংঘন ও রসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাকানি করো না বরং নেকী ও তাক্বওয়ামূলক ব্যাপারে কানাকানি কর। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর কাছে তোমারা একত্রিত হবে।"[৬২]

---

৬১. সূরা মুজাদালাহ ঃ ৮ আয়াত।
৬২. সূরা মুজাদালাহ ঃ ৯ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

আয়াতটি উপস্থাপন করে কেউ বলতে পারে, এই আয়াতেই তো কানাকানি করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং অন্য কোন অহীর প্রয়োজন তো নেই। এই সংশয়ের জবাব হল, এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াতের পরে নাযিল হয়। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, নিষেধাজ্ঞার আয়াত পরে নাযিল হয়, আর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা পূর্বে নাযিল হয়? প্রকৃতপক্ষে নবীর মুখ নিঃসৃত হাদীস দ্বারা নিষেধাজ্ঞার আহকাম নাযিল হয়। যেহেতু লোকেরা সেই নিষেধাজ্ঞা লংঘন করতে থাকে, একারণে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে সতর্ক করেন। অতঃপর সেই হুকুমটিই কুরআন মাজীদে পূণঃরাবৃত্তি করেন।

দলীল ৯ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"আপনার রব জানেন, আপনি সালাতের জন্য রাত্রির প্রায় দু' তৃতীয়াংশ বা অর্ধাংশ বা তৃতীয়াংশ এবং আপনার সঙ্গীদের একটি দলও আপনার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ দিন ও রাত পরিমাপ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর পূর্ণ হিসাব রাখতে পার না। অতএব তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ন হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াৎ কর।"[৬৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা (রাতের সালাতকে) সহজীকরণের হুকুম নাযিল করেছেন। সহজীকরণ তখনই হতে পারে, যদি রাতে ক্বিয়াম করা ফরয হয়ে থাকে। কিন্তু কুরআন মাজীদের এমন কোন একটি আয়াতও নেই যেখানে রাতের সালাতকে মু'মিনদের জন্য ফরয করা হয়েছে। সুতরাং প্রমাণিত হল, তাহাজ্জুদ সালাতের হুকুম নবীর কথা তথা হাদীসের মাধ্যমে জারী করা হয়। সুতরাং হাদীস অহী।

সংশয় ও সমাধান ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

١ أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ــ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً ــ نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً ــ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ــ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً.

---

৬৩. সূরা মুযযাম্মিল ঃ ২০ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

"হে চাদরমুড়ি দেয়া শায়িত ব্যক্তি! রাত্রিতে ক্বিয়াম করুন কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অর্ধরাত্রি অথবা তদপেক্ষা কিছু কম। অথবা তদপেক্ষা বেশী এবং কুরআন তিলাওয়াত করুন তারতীলের (ধীরে ধীরে, স্পষ্টতার) সাথে। আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।"[৬৪]

কেউ হয়তো আয়াতটি উপস্থাপন করে বলতে পারে, মু'মিনদেরকে এই আয়াতের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ সালাতের হুকুম দেয়া হয়েছিল। এর জবাব হল, এই হুকুমটি নবী (স)কে দেয়া হয়। তাঁকে (স) একথাও বলে দেয়া হয় যে, "আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।" অর্থাৎ আয়াতটিতে নবী (স)কে খাসভাবে তাহাজ্জুদ সালাতের হুকুম দেয়া হয়েছে। সুতরাং আয়াতটি দ্বারা মু'মিনদের উপর তাহাজ্জুদ সালাত ফরয হওয়ার হুকুম প্রমাণিত হয় না।

দলীল ১০ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন : এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু কন্যাই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালে দুই তৃতীয়াংশ, যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক।"[৬৫]

আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়, যদি পুত্র না থাকে এবং দুই বা ততোধিক কন্যা থাকে, সেক্ষেত্রে তারা দুই তৃতীয়াংশ পাবে এবং এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি কেবল একজন কন্যাই থাকে, তাহলে সে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদের অর্ধেক পাবে। আর বাকী অর্ধেক অবশিষ্ট থাকবে।

আয়াতটি দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, অবশিষ্ট অংশগুলো (অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ ও অর্ধাংশ) কোথায় বন্টন হবে? আয়াতের দাবীই প্রমাণ করে, নিশ্চয় এর ভাগীদারও আছে। অথচ এর নির্দেশনা কুরআনে নেই। সুতরাং প্রমাণিত হল, কুরআন মাজীদ ছাড়াও অহী আসত।

দলীল ১১ ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ.

---

৬৪. সূরা মুযযাম্মিল ঃ ১-৫ আয়াত।
৬৫. সূরা নিসা ঃ ১১ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

"আল্লাহ অবগত আছেন যে তোমরা আত্মপ্রতারণা করেছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যাকিছু আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন তা আহরণ কর।"[৬৬]

এই আয়াতটি নাযিলের পূর্বে রমাযানে রাতে (ঘুমের পর) স্ত্রীদের সাথে সহবাস ও খানা-পিনা নিষিদ্ধ ছিল। অনেকে এ নিয়মটি মেনে চলতে ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি নাযিলের মাধ্যমে উক্ত হুকুমটি সহজীকরণ করেন এবং সিয়ামকে কেবল দিনের মধ্যেই সীমিত করা হয়। কিন্তু সহজীকরণ তো তখনই হতে পারে যখন পূর্বে কোন কঠিন হুকুম ছিল। আর হুকুমটি ছিল, (রাতে ঘুমিয়ে গেলে আবার ঐ রাতের মধ্যে জাগলে) রাত থেকেই সিয়াম পালন কর। কেবলমাত্র ঘুমের পূর্বে খানা-পিনার অনুমতি ছিল। অথচ হুকুমটি কুরআন মাজীদের কোথাও নেই। সুতরাং প্রমাণিত হল, হুকুমটি তো নাযিল হয়েছিলই, কিন্তু কুরআন মাজীদের মাধ্যমে নয়, বরং নবী (স)এর হাদীসের মাধ্যমে। সুতরাং হাদীসও অহী।

অনুচ্ছেদ ১৫ ঃ কুরআনের বর্ণনানুযায়ী তিনটি পদ্ধতিতে অহী নাযিল হয়। কিন্তু কুরআন নাযিল হয়েছে মাত্র একটি পদ্ধতিতে।

অহী নাযিলের ধরণ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ــ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا.

"কোন মানুষের জন্য এটা সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর সাথে কথা বলবে, তবে (১) অহীর মাধ্যমে, অথবা (২) পর্দার অন্তরালে, অথবা (৩) এমন দূত প্রেরণের মাধ্যমে – যিনি তাঁর অনুমতিতে তিনি যা চান তা বলেন। তিনি সর্বোচ্চ, প্রজ্ঞাময়।"[৬৭]

আলোচ্য আয়াতটিতে কোন রসূল বা নবীর কাছে আহকামে ইলাহী পৌঁছানোর তিনটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এখন দেখুন, কুরআন ঐ তিন প্রকার অহীর কোনটি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

[৬৬]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৭ আয়াত।
[৬৭]. সূরা শূরা ঃ ৫১ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.

"আপনি বলে দিন, জিবরাঈলের শত্রু কে হতে পারে? (জিবরাঈল তো) সে-ই, যে আল্লাহর হুকুমে এই কুরআন আপনার ক্বলবে নাযিল করে। যা তাদের সম্মুখস্থ (পূর্ববর্তী) কিতাবের সত্যায়নকারী এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদদাতা।"[৬৮]

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ـــ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ـــ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ـــ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ.

"এই কুরআন রব্বুল 'আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত। রুহুল আমীন (বিশ্বস্ত রূহ/মালাইকা) একে নিয়ে নাযিল হন আপনার ক্বলবে। যেন আপনি ভীতি-প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হন। সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।"[৬৯]

আলোচ্য আয়াত দু'টি থেকে প্রমাণিত হল, কুরআন তৃতীয় প্রকার অহী। অহীর অন্য দুই প্রকার বাকী থাকল। সুস্পষ্ট হল, রসূলুল্লাহ (স)এর ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হয়েছে। আর সেটা হাদীসের আলোকে নাযিল হতেই পারে। সুতরাং হাদীসও অহী এবং আল্লাহ পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

সংশয় ও সমাধান ঃ এখানে একটি সংশয় কাজ করে যে, ঐ দুই প্রকার অহীর উদ্দেশ্য নবুওয়াত নয়। এর জবাব পরবর্তী অনুচ্ছেদে আসবে। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

"এভাবে আমি আপনার কাছে অহী করেছি আমারই আদেশ। এর পূর্বে আপনি জানতেন না কিতাব কি, ঈমান কি?"[৭০]

পূর্বোক্ত তিনটি পদ্ধতি বলার পর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এভাবে অর্থাৎ ঐ তিন প্রকারেই আমি আপনার প্রতি অহী নাযিল করেছি..... । সুতরাং প্রমাণিত হল, রসূলুল্লাহ (স) কাছে তিনটি পদ্ধতিই অহী-এ আমরে ইলাহী নাযিল হয়েছে। কেননা কুরআন মাজীদ কেবল এক প্রকারের অহী। সুতরাং বাকী প্রকার অহীতে হাদীস নাযিল হয়। আর যদি হাদীসকে ঐ প্রকারের অহী হিসাবে গণ্য না করা হয়, সেক্ষেত্রে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হয় যে – বাকী দুই প্রকারে অহী

---

৬৮. সূরা বাক্বারাহ ঃ ৯৭ আয়াত।
৬৯. সূরা শু'আরা ঃ ১৯২-১৯৫ আয়াত।
৭০. সূরা শূরা ঃ ৫২ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

কোথায় গায়েব হল? সেই আহকাম কোথায় গেল? কেননা সেগুলো গায়েব হওয়াটা অসম্ভব, সুতরাং হাদীসকে অহী হিসাবেই মানতে হবে।

অনুচ্ছেদ ১৬ ঃ নাযিলকৃত কিতাব ছাড়াও নবীদের কাছে অহী হবার প্রমাণ।

নবীদের স্বপ্নও অহী ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ.

"ইবরাহীম (আ) বললেন : হে পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি বল। সে বলল : পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন।"[৭১]

ইবরাহীম (আ) স্বপ্ন দেখাকে আল্লাহর হুকুম মনে করলেন। ইসমাঈল (আ)কে তিনি তা জানালেন। ইসমাঈল (আ)ও এটাই বুঝলেন যে, এটা আল্লাহর হুকুম। এই মহান দুই ব্যক্তিত্ব স্বপ্নকে অহী মনে করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সেটা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করে এটাই সুস্পষ্ট করলেন যে, নবীদের স্বপ্ন অহী এবং আল্লাহর হুকুম। আয়াতটি থেকে এটাও প্রমাণিত হল, আসমানী কিতাব ছাড়াও নবীদের (আ) কাছে স্বতন্ত্র অহী আসে।

অনুরূপভাবে ইউসুফ (আ)এর স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা যায়। (দ্রঃ সূরা ইউসুফ)

কিতাব নাযিলের পূর্বে অহী হওয়া ঃ আদম (আ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَـذِهِ الشَّجَرَةَ.

"আর আমি বললাম : হে আদম ! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করতে থাক এবং ওখানে যা চাও, যেখান থেকে চাও, পরিতৃপ্তিসহ খেতে থাক, কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না।"[৭২] فَأَكَلاَ مِنْهَا "অতঃপর তারা দু'জনে তা থেকে খেল।"[৭৩] وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى "আদম তার রবের অবাধ্য হল, ফলে সে বিভ্রান্ত হয়ে গেল।"[৭৪]

---

[৭১]. সূরা সাফফাত ঃ ১০২ আয়াত।
[৭২]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ৩৫ আয়াত।
[৭৩]. সূরা ত্বাহা ঃ ১২১ আয়াত।
[৭৪]. সূরা ত্বাহা ঃ ১২১ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ــ قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ.

"অতঃপর আদম (আ) স্বীয় রবের কাছ থেকে কয়েকটি কালেমা (বাক্য) শিখে নিলেন, অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁর তাওবা কবুল করলেন। নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী, রহীম (অসীম দয়ালু)। আমি বললাম : তোমরা সবাই নীচে নেমে যাও। অতঃপর যদি তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোন ভয় আসবে, না (কোন কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও অনুতপ্ত হবে।"[৭৫]

আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হয়, জান্নাত থেকে বহিষ্কারের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, তোমাদের কাছে বিভিন্ন সময়ে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত আসবে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হবে। কিন্তু এর পূর্বে 'জান্নাতে পানাহারে অনুমতি', 'সুনির্দিষ্ট একটি গাছ থেকে না খাওয়ার আদেশ' এবং 'কয়েকটি বাক্য শেখান' – এগুলো তখন ছিল যখন তার কাছে কোন কিতাব ছিল না। কিতাব তো পৃথিবীতে দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু জান্নাতেই আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম মেনে চলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সুতরাং প্রমাণিত হল, আদম (আ)এর কাছে কিতাব ছাড়াও অহী এসেছিল।

ইবরাহীম (আ) ঃ অনুরূপভাবে ইবরাহীম (আ)এর কাছেও ইসহাক (আ)এর জন্মের সুসংবাদ ছিল মালাইকাদের মানবাকৃতিতে উপস্থাপন। যা কোন কিতাব আকারে অহী ছিল না।[৭৬]

মূসা (আ) ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى ــ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ــ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.

"অতঃপর যখন মূসা (আ) আগুনের কাছে পৌঁছালেন, তখন আওয়াজ আসল, হে মূসা! আমিই তোমার রব, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল। তুমি পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় রয়েছে। আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। সুতরাং যা

---

[৭৫]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ৩৬-৩৮ আয়াত।

[৭৬]. সূরা হুদ ঃ ৬৯-৭৬ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

অহী করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক।"[৭৭] وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي .... "....আর আমার স্মরণার্থে সালাত ক্বায়েম কর।"[৭৮] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করলেন : وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ...."....তোমার হাতে ওটা কি?"[৭৯] অতঃপর লাঠি ও উজ্জ্বল হাতের মু'জিযা দেয়া হল। এরপর আল্লাহ তা'আলা বললেন : اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى "ফির'আউনের কাছে যাও। কেননা সে চরমভাবে সীমালঙ্ঘন করেছে।"[৮০] মূসা (আ) ফির'আউনের কাছে তাবলীগ বা প্রচার করলেন। যাদুকরদের মোকবেলা হল, এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বললেন : لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى "ভয় করো না। তুমিই বিজয়ী হবে।"[৮১] অতঃপর মূসা (আ) হিজরত করলেন। ফির'আউন ডুবে মারা গেল। মূসা (আ) ওয়াদী সীনাতে অবস্থান করতে থাকলেন। এ সময় তার প্রতি কিতাব নাযিল হল। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا.

"আর আমি তোমাকে ফলকে লিখে দিয়েছি সবধরণের উপদেশ ও বিস্তারিত সব বিষয়। অতএব এগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাক এবং স্বজাতিকে এর কল্যাণকর বিষয়সমূহ দৃঢ়তার সাথে পালনের নির্দেশ দাও।"[৮২]

অতঃপর মূসা (আ) ফিরে আসলেন এবং (তাঁর সম্প্রদায়ের) বাছুর পূজার কারণে তাদের প্রতি এতটাই রাগান্বিত হলেন যে ফলক মাটিতে রেখে দিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ "আর ফলকগুলো রেখে দিল (৭:১৫)।" وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ "আর যখন মূসার রাগ ঠান্ডা হয়ে গেল, তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল।"[৮৩]

লক্ষ্য করুন, কিতাব দেয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)কে অসংখ্যবার অহী করেছিলেন। কিতাব দেয়ার পর বললেন : "এগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে

---

[৭৭]. সূরা ত্বাহা ঃ ১১-১৩ আয়াত।
[৭৮]. সূরা ত্বাহা ঃ ১৪ আয়াত।
[৭৯]. সূরা ত্বাহা ঃ ১৭ আয়াত।
[৮০]. সূরা ত্বাহা ঃ ২৪ আয়াত।
[৮১]. সূরা ত্বাহা ঃ ৬৮ আয়াত।
[৮২]. সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৫ আয়াত।
[৮৩]. সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৪ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

থাক।" যদিও কিতাবে সবধরণের উপদেশ ও ব্যাখ্যা ছিল, তদুপরি অহী নাযিলের ধারাবাহিকতা জারি ছিল। মূসা (আ) সত্তরজনকে তূর পর্বতে নিয়ে যান। তারা আল্লাহকে দেখার ফন্দি করতে থাকে। বজ্রপাত হল এবং সবাই মারা গেল। মূসা (আ) দু'আ করলেন। জবাব দেয়া হল:

-عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

"আমার 'আযাব যার প্রতি ইচ্ছা দিয়ে থাকি। আর আমার রহমত প্রতিটি বস্তুকে ঘিরে আছে।"[৮৪]

সুস্পষ্ট হল, মূসা (আ)এর কাছে স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব নাযিলের পূর্বে ও পরে অহী নাযিল হত। অর্থাৎ কিতাব ছাড়া বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে নবীদের কাছে অহী নাযিল হত, যা মেনে চলাও স্ব স্ব উম্মাতের জন্য আবশ্যিক ছিল। হাদীস তেমনি অহী, যা কুরআন মাজীদের সহায়ক ও পরিপূরক।

নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে অহী হওয়া ঃ ইউসূফ (আ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَـذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ.

"অতঃপর তারা যখন ইউসূফ (আ)-কে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল। তখন আমি ইউসূফ (আ)কে (শান্তনা দেয়ার জন্য) অহী করলাম যে, (এমন এক সময় আসবে যখন) তুমি তাদেরকে তাদের এ কাজের কথা বলবে, অথচ তারা বুঝতে পারবে না।"[৮৫]

অথচ ইউসূফ (আ) তখন নাবালক বাচ্চা ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি অহী আসল। কেননা এর পরবর্তীতে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً.

"যখন সে বালেগ হল, তখন তাকে হিকমাত ও 'ইলম দান করলাম।"[৮৬]

ইয়াহইয়া (আ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে :

يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً.

"হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়ভাবে এই কিতাব আঁকড়ে থাক। আর আমি তাঁকে শৈশবেই হুকমা দান করেছিলাম।"[৮৭]

---

[৮৪]. সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৬ আয়াত।
[৮৫]. সূরা ইউসূফ ঃ ১৫ আয়াত।
[৮৬]. সূরা ইউসূফ ঃ ২২ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

এই 'হুকমা' কি, যা তাকে কিতাবের পূর্বে শৈশবেই দেয়া হয়েছে? লক্ষ্যণীয় যে, নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ঠিক মূসা (আ)এর মতই ইয়াহইয়া (আ)কেও কিতাব আঁকড়ে থাকার হুকুম দেয়া হয়। সাথে সাথে ইয়াহইয়া (আ)এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, কিতাব নাযিলের পূর্বেই তাকে হিকমাত দান করা হয়েছিল। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে প্রত্যেক নবীকেই কিতাব ছাড়াও হিকমাত দেয়া হত। যা কিতাব থেকে স্বতন্ত্র। আর এটাই হাদীস।

অনুচ্ছেদ ১৭ ঃ কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতের হাদীসে রসূল (স) ছাড়া মর্ম উদ্ধার ও 'আমল করা সম্ভব নয়।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ "হজ্জ হয় কয়েকটি জ্ঞাত মাসে।"[৮৮] কুরআনের কোন আয়াত দ্বারা এ মাসগুলো কি কি তা বর্ণিত হয় নি। এই মাসগুলোর নাম হাদীসে পাওয়া যায়। অর্থাৎ হাদীস ছাড়া আয়াতটির মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.

"নিশ্চয় আল্লাহর কাছে কিতাবুল্লাহতে আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে মাসগুলোর সংখ্যা বার। তন্মধ্যে চারটি মাস হারাম (সম্মানিত)। এটা দ্বীনে ক্বাইয়িম।"[৮৯]

এখানে কিতাবুল্লাহ বলতে কুরআন মাজীদকে বুঝানো হয় নি। কেননা কুরআনে উক্ত বার মাসের বিবরণ এবং কোন চারটি মাস হারাম তা উল্লিখিত হয় নি। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় কিতাবুল্লাহ বলতেই কেবল কুরআন মাজীদ বুঝায় না। যদি বলা হয় – এটা রেওয়াজ মোতাবেক হবে, তবে সেটাও মেনে নেয়া যায় না। কেননা কাফিররা তো মাসগুলোকে পরিবর্তন করত। যেমন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ.

"এই মাস আগে-পিছে করার কাজ কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে।"[৯০] যদি আমরা মাসগুলোকে রেওয়াজ মোতাবেক্ব মেনে নিই, তাহলে তো মাসগুলোর

---

৮৭. সূরা মারইয়াম ঃ ১২ আয়াত।
৮৮. সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ আয়াত।
৮৯. সূরা তাওবাহ ঃ ৩৬ আয়াত।
৯০. সূরা তাওবাহ ঃ ৩৭ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

প্রয়োগ কাফিরদের হাতে। রসূলুল্লাহ (স) কিংবা উম্মাতের হাতে তো ছিল না। সেক্ষেত্রে যে মাসগুলো কাফিররা (আগে-পিছে করে) হারাম মনে করতো আমাদের তো কেবল সেগুলোকেই হারাম সাব্যস্ত করতে হবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ

"সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে।"[৯১]

তাহলে কুরআন মাজীদের আয়াত কি কাফিরদের রীতিনীতির ব্যাখ্যাধীন হবে। অথচ কুরআন মাজীদের সাধারণ দাবীই সর্বত্র কাফিরদের বিরোধীতা করা।

(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ "সুনির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর যিকির কর।"[৯২] কুরআন মাজীদে উক্ত দিনগুলো কি কি সে সম্পর্কে বর্ণনা নেই। কোন দিনগুলোতে আল্লাহর যিকির করতে হবে তা জানা জরুরী। যতক্ষণ পর্যন্ত সে দিনগুলো সম্পর্কে জানা না যায়, ততক্ষণ উক্ত হুকুমটি পালন করা সম্ভব না। ঐ দিনগুলো সম্পর্কে হাদীস থেকে জানা যায়। সুতরাং হাদীসও অহী।

(৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ "আইয়ামে মা'লুমাতে আল্লাহর যিকির কর।"[৯৩] আইয়ামে মা'লুমাতের ব্যাখ্যাও কুরআন মাজীদে নেই। এর ব্যাখ্যা হাদীসে পাওয়া যায়। সুতরাং হাদীসও অহী।

(৫) হরুফে মুক্বাত্তা'আতে কেন নাযিল হল? এর কোন ব্যাখ্যা কুরআন মাজীদে নেই। যে ব্যক্তি এর কোন ব্যাখ্যা দিবে সেটা তার নিজস্ব রচনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কেননা কুরআন তো এ ব্যাপারে নিরব।

(৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ـــ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ

---

[৯১]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৯৪ আয়াত।
[৯২]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ২০৩ আয়াত।
[৯৩]. সূরা হজ্জ ঃ ২৮ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

"আমাদের জন্য রয়েছে একটি জ্ঞাত স্থান। আর আমরা সফ বা কাতারকারী।"[৯৪]

কুরআন মাজীদ থেকে এটা বুঝা যায় না যে, এটা কে বলেছিল? কোন স্থানটি সুনির্দিষ্ট ? কি ধরণের এবং কেন সফ বা কাতার বাঁধা?

(৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه "আল্লাহর জন্য হজ্জ ও 'উমরাহ সম্পন্ন কর।"[৯৫] কুরআন মাজীদে হজ্জ ও 'উমরাহর বিবরণ এবং এদের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণিত হয় নি। এর ব্যাখ্যা কেবল হাদীসেই আছে। হাদীস ছাড়া এর উপর 'আমল করা সম্ভব নয়।

(৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ط وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.

"এটা ঐ জান্নাত, যার অধিকারী করব আমার বান্দাদের মধ্যে মুত্তাক্বীদেরকে। আমি আপনার রবের আদেশ ব্যতীত নাযিল হয় না। যা আমাদের সামনে আছে, যা পশ্চাতে আছে এবং যা দু'য়ের মাঝে আছে, সবই তাঁর। আর আপনার রব বিস্মৃত হন না।"[৯৬]

প্রথম আয়াতটির বক্তব্য আল্লাহ তা'আলার। ধারাবাহিকতার দিক থেকে দ্বিতীয় আয়াতটির দাবীও হয় আল্লাহ তা'আলার। এ পর্যায়ে আয়াতটির দাবী হয়, আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন রবের হুকুমে নাযিল হন, না'উযুবিল্লাহ। এ মর্ম করা অর্থ হল, ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করা। সুতরাং এটাই বলতে হবে যে, দ্বিতীয় আয়াতটি অন্য কারো বক্তব্য, কক্ষনো আল্লাহ তা'আলার নয়। কিন্তু কুরআন মাজীদে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টতা নেই। এই সুস্পষ্টতার জন্যই হাদীস জরুরী। হাদীস দ্বারা আয়াতটির শানে-নুযূল জানা যায়। হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়, এটা মালাইকার জবাব ছিল; যা তিনি সেই মুহূর্তে রসূলুল্লাহ (স)কে দিয়েছিলেন, যখন তিনি (স) তাকে প্রশ্ন করেছিলেন : "আপনারা বারবার আসেন না কেন?" সুস্পষ্ট হল, কুরআন মাজীদের জটিল স্থানগুলোতে হাদীসের

---

[৯৪]. সূরা সাফফাত ঃ ১৬৪-৬৫ আয়াত। হাদীস অস্বীকারকারীদের অনেকে মাক্বাম শব্দটির তরজমাটি সম্মান বা মর্যাদা করেছেন। যা শাব্দিক ভাবে ভুল এবং পূর্ববর্তী আয়াতে জাহান্নামীদের বর্ণনার সাথে সম্পূর্ণ বেমিল। কেননা জাহান্নামীদের ক্ষেত্রে সম্মান বা মর্যাদা এবং সুশৃংখলভাবে থাকার কথাই অপ্রাসঙ্গিক।

[৯৫]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৯৬ আয়াত।

[৯৬]. সূরা মারইয়াম ঃ ৬৩-৬৪ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

ব্যাখ্যার প্রয়োজন আরো বেশী। সুতরাং হাদীসও দলীল প্রমাণ এবং আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত অহী।

(৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

"তোমরা যেখান থেকেই বের হও না কেন মাসজিদে হারামের দিকে মুখ কর এবং যেখানেই অবস্থান কর না কেন এরই (মাসজিদের হারামের) দিকে মুখ কর।"[৯৭]

আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট হয়, বের হওয়া মাত্রই সর্বদাই মাসজিদে হারাম তথা ক্বিবলার দিকে মুখ করতে হবে। অথচ এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কুরআন মাজীদ থেকে এটা প্রমাণিত নয় যে, এটা কোন সময়ের জন্য ও কিসের জন্য প্রযোজ্য। হাঁ, অবশ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, এটা সালাতের জন্য প্রযোজ্য। এই ব্যাখ্যার পরই কেবল আয়াতটির উপর 'আমল করা সম্ভব। সুতরাং হাদীস শরি'য়াতী দলীল ও অহী হবার ক্ষেত্রে আর কিভাবে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে?

(১০) আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَأَشْهِدُوْا إِذَا تَبَايَعْتُمْ "ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তোমরা সাক্ষী রাখ।"[৯৮] আয়াতটির আলোকে যদি প্রত্যেক ছোট-বড় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখতে হয়, তাহলে তা জীবনকে অত্যন্ত জটিল করে তুলবে। সুতরাং হাদীস দ্বারা আয়াতটির প্রকৃত প্রেক্ষাপট না জানা পর্যন্ত এর হুকুমের পরে 'আমল করা কঠিন।

(১১) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ.

"যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিপিবদ্ধ কর ..... আর দু'জন সাক্ষী রাখ, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে।"[৯৯] আয়াতটি থেকে সুস্পষ্ট হয়, প্রত্যেক ঋণের লেনদেন লিখিতভাবে

---

[৯৭]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৫০ আয়াত।
[৯৮]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৮২ আয়াত।
[৯৯]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৮২ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

হওয়া ফরয। এখন প্রশ্ন হল, কয়েক ঘন্টার জন্য কেউ যদি কারো কাছ থেকে এক টাকা বা তার চেয়েও কম পরিমাণ ঋণ নেয়, তাহলেও কি তা লিখিতভাবে হওয়া জরুরী? যদি এটাও লিখে রাখা ফরয হয়ে থাকে, তবে এর উপর 'আমল করা অসম্ভব। সুতরাং এটাই মেনে নিতে হচ্ছে যে, আয়াতটির সুনির্দিষ্ট মর্ম আছে, যা 'আমলটির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করে। আর এই মর্ম উদ্ধারের জন্য হাদীস জরুরী। সুতরাং হাদীসও আল্লাহর নাযিলকৃত দলীল।

(১২) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ

"হে বনী আদম! প্রত্যেক মাসজিদে তোমাদের যিনাত পরিধান কর।"[১০০]

আয়াতটি থেকে 'মাসজিদের অর্থ কি তা বুঝা যায় না। এটাও বুঝা যায় না যে, যিনাতের অর্থ কি? এর মধ্যে কি গহনা, শেরওয়ানী, মোজা প্রভৃতিও গণ্য হবে? যদি আয়াতটির خذوا দ্বারা পরিধান করা এবং মাসজিদ দ্বারা সালাতের অর্থ নেয়া হয় (অবশ্য অর্থ দু'টি হাদীস থেকে নেয়া), তাহলেও সম্পূর্ণভাবে 'আমল করা সম্ভব নয়। কেননা প্রত্যেক সালাতের ক্ষেত্রে সব ধরণের পোশাক ও সৌন্দর্য্যের জিনিস পরিধান করা সম্ভব নয়। মহিলারাও কি আকর্ষণীয় সৌন্দর্য্যের পোশাক পরিধান করে 'ঈদ, জুম'আ ও অন্যান্য মাহফিলে পুরুষদের সাথে শরীক হবে? তাহলে মহিলাদের যে বাইরে বের হলে তাবাররুজ[১০১] (প্রদর্শনমূলক পোশক) ও যিনাত[১০২] (সাজসজ্জা) নিষেধ করা হয়েছে তারই বা কি হবে? অর্থাৎ হাদীসের ব্যাখ্যা তথা নবী (স)এর যামানার প্রেক্ষাপট না জেনে কেবল আয়াতটির উপর 'আমল করা সম্ভব নয়। তাহলে ক্ষেত্র বিশেষে কুরআনেরই অপর অংশের বিরোধীতা করা হবে।

অনুচ্ছেদ ১৮ ঃ কুরআনের অনেক আয়াত হাদীসের ব্যাখ্যা ছাড়া পরস্পর সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ.

---

[১০০]. সূরা আ'রাফ ঃ ৩১ আয়াত।
[১০১]. সূরা আহযাব ঃ ৩৩ আয়াত।
[১০২]. সূরা নূর ঃ ৩১ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

"তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অসীয়াত করা ফরয করা হল। পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দেরর জন্য ইনসাফের সাথে। মুত্তাক্বীদের এটা কতর্ব্য।"[১০৩]

পক্ষান্তরে নিচের আয়াতটিতে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদের ওয়ারিস নির্ধারণ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ .... فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً.

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে আদেশ করেন : একজন পুত্রের অংশ দু'জন কন্যার অংশের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্যে ঐ মালে তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মারা যায়। আর যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। .....এটা আল্লাহর নির্ধারিত অংশ, নিশ্চয় আল্লাহ 'আলীম ও হাকীম।"[১০৪]

এ পর্যায়ে প্রশ্ন হল, কোন আয়াতটির উপর 'আমল করা হবে? এর সমাধান হাদীস দ্বারা বুঝা যায়। আর তাহল কোন আয়াতটি মানসুখ এবং কোনটি নাসিক তা চিহ্নিত করণ দ্বারা।

(২) সূরা বাক্বারাহ'র ২৪০ নং আয়াতে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর জন্য এক বছরের ভরণ-পোষণের অসিয়াত করতে বলা হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ .

"আর তোমাদের মধ্যে মৃতুপথযাত্রী ব্যক্তি স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত তাদের খরচের ব্যাপারে অসিয়াত করবে।"[১০৫]

পক্ষান্তরে সূরা নিসার ১২ নং আয়াতে ঐ স্ত্রীর জন্য সম্পত্তি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

[১০৩]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮০ আয়াত।
[১০৪]. সূরা নিসা ঃ ১১ আয়াত।
[১০৫]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ২৪০ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

"স্ত্রীদের জন্যে এক চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তাদের জন্যে হবে ঐ সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ, যা তোমরা ছেড়ে যাও অসিয়াতের পর কিংবা ঋণ পরিশোধের পর।"[১০৬]

এ পর্যায়েও হাদীস ছাড়া 'আমল করতে গেলে উক্ত আয়াতগুলোর হুকুম সাংঘর্ষিক বলেই স্বীকার করতে হয়।

(৩) সূরা বাক্বারাহ'র ১৮৪ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় সিয়াম পালন করা ইচ্ছাধীন। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

"যারা সিয়াম রাখার সামর্থ রাখে তারা সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাওয়াবে। যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকাজ করে, তা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি সিয়াম রাখ, তাহলে এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। যদি তোমরা তা বুঝতে পার।"[১০৭]

পক্ষান্তরে ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

"কাজেই তোমাদের মধ্যে যে এই (রমাযান) মাসটি পাবে, সে যেন সিয়াম রাখে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির থাকবে, সে অন্য দিনে তা পূরণ করবে।"[১০৮]

হাদীস থেকে মর্ম উদ্ধার ছাড়া আলোচ্য আয়াত দু'টির উপরেও একত্রে 'আমল করা সম্ভব নয়।

---

[১০৬]. সূরা নিসা ঃ ১২ আয়াত।

[১০৭]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৪ আয়াত। আয়াতটির দু' ধরণের তরজমা হয়। বিস্তারিত তাফসীরের কিতাবসমূহ।

[১০৮]. সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৮৫ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

(৪) সূরা নিসার ১৫ আয়াতে ব্যভিচারী মহিলার শাস্তি তার মৃত্যু পর্যন্ত বন্দী করে রাখা। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً.

"আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তার সাক্ষ্য প্রদান করে তবে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয় অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন।"[১০৯]

পক্ষান্তরে সূরে নূরের ২ আয়াতে একশত বেত্রাঘাতের কথা বলা হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةَ.

"ব্যভিচারিণী নারী ব্যভিচারিণী পুরুষ, তাদের প্রত্যেককে একশ' করে বেত্রাঘাত কর।"[১১০]

অনুচ্ছেদ ১৯ ঃ মুনকিরীনে হাদীসদের কতিপয় ফিতনা ও তার জবাব।

ফিতনা ১ ঃ রসূলুল্লাহ অর্থ কুরআন মাজীদ। সুতরাং কুরআনের ইতা'আত করা ফরয।

জবাব ঃ কুরআন মাজীদের কোথাও কুরআনকে রসূল বলা হয় নি। বরং এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ (স) এর নামটি বলে দেয়া হয়েছে। সেই মহান নামটি কয়েকটি স্থানে উপস্থাপনার সাথে সাথে তাঁকে রসূল হিসাবেও ভূষিত করা হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে :

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ "মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রসূল।"[১১১]

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُوْلٌ "মুহাম্মাদ (স) তো কেবলই একজন রসূল।"[১১২]

সুতরাং রসূল বলতে কুরআন মাজীদ অর্থ করা সম্পূর্ণ বাতিল।

---

[১০৯]. সূরা নিসা ঃ ১৫ আয়াত।
[১১০]. সূরা নূর ঃ ২ আয়াত।
[১১১]. সূরা ফাত্হ ঃ ২৯ আয়াত।
[১১২]. সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

ফিতনা ২ ঃ রসূল অর্থ 'মারকাযে মিল্লাত' (মিল্লাত বা জাতির কেন্দ্র / জাতীয় সংসদ বা কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব)। সুতরাং মিল্লাতের কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের ইতা'আত (আনুগত্য) ফরয।

জবাব ঃ কুরআন মাজীদের কোথাও 'মারকাযে মিল্লাত' (মিল্লাতের কেন্দ্র) শব্দ ব্যবহার করা হয় নি। বরং শতাধিক বার রসূল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে একটি বারও 'মারকাযে মিল্লাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি। যা থেকে প্রমাণ হয় – রসূল অর্থ কখনই 'মারকাযে মিল্লাত' নয়। যদি রসূল অর্থ 'মারকাযে মিল্লাত'–ই হবে, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায় – আল্লাহ কেন একটি বারও শব্দটি ব্যবহার করেন নি? আল্লাহ কি শব্দটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না?

ফিতনা ৩ ঃ কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা 'মারকাযে মিল্লাত' যিনি স্বয়ং জীবিত আছেন। আর কেবল জীবিত ব্যক্তিরই অনুসরণ করা যায় মৃতের নয়।

জবাব ঃ এ পর্যায়ে দু'টি বিষয় লক্ষ্যণীয় :

ক) 'মারকাযে মিল্লাত' অহীর অধিকারী কি না, অর্থাৎ তার উপর অহী নাযিল হয় কি না?

খ) 'মারকাযে মিল্লাত'–এর ব্যাখ্যা অহী না হওয়া সত্তেও তা শরি'য়াতের ব্যাখ্যা।

প্রথমটির (ক নং এর) ক্ষেত্রে এটা সুস্পষ্ট যে, দ্বীন পরিপূর্ণ। সুতরাং দ্বীনের ব্যাখ্যার পরিপূর্ণতাও একই সাথে ঘটেছে। যা আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটির মাধ্যমে সুস্পষ্ট করেছেন :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً.

"আজকের দিনে আমি তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম, আমার নি'য়ামতকেও তোমাদের উপর পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য আমি ইসলামকে দ্বীন হিসাবে নির্ধারণ করলাম।"[১১৩]

একারণে যেহেতু দ্বীন পরিপূর্ণ তাই দ্বীনের ব্যাখ্যা হিসাবে কোন নতুন অহী আসার প্রয়োজন নেই। সুতরাং 'মারকাযে মিল্লাত' বা অন্য কারো পক্ষেই অহীর অধিকারী হওয়াটা অসম্ভব।

---

[১১৩]. সূরা মায়িদাহ ঃ ৩ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

দ্বিতীয়টির (খ নং এর) ক্ষেত্রে বলতে হয়, যদি তার ব্যাখ্যা অহী না হয় তাহলে তো ما انزال الله (যা আল্লাহ নাযিল করেছেন) এর অন্তর্ভূক্ত নয়। আর যা ما انزال الله এর মধ্যে নয় তার দ্বীনি বিষয়ের অনুসরণ নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে নিষিদ্ধ ও শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء.

"অনুসরণ কর যা তোমার রবের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর অনুসরণ করো না অন্য কোন আওলিয়ার।"[১১৪]

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ.

"তাদের কি এমন কোন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে দ্বীন সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি।"[১১৫]

সুতরাং প্রমাণিত হল, অহীর ব্যাখ্যা অহীর মাধ্যমে হতে হবে। কিন্তু অহী ভিত্তিক দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ায় এর ব্যাখ্যারও পরিপূর্ণতা ঘটেছে। সুতরাং জীবিত 'মারকাযে মিল্লাতে'র নিকট আর অহী হওয়ার সুযোগ না থাকায় তিনি নিজস্ব কথা দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ (স) স্বস্তাগত দিক থেকে মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আমরা তাঁকে উপস্থিত পাচ্ছি না – এ কথা সত্য। কিন্তু আমরা এ পর্যায়ে দ্বীনি বিষয়ে তার উপর নাযিলকৃত কুরআন ও তাঁর ব্যাখ্যার অনুসরণ করতে বাধ্য। কারণ তিনি কুরআনের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা অহী। আর অহী মরে না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই অহী সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। সুতরাং রসূলের অনুসরণ বলতে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে তাঁর উপর অহী হিসাবে যা কিছু নাযিল হয়েছে তার অনুসরণ। আর সেটা আনুগত্যের ক্ষেত্রে চিরন্তন ও শর্তহীনভাবে অনুসরণের দাবী রাখে। তাছাড়া জীবিত মুসলিমদের মধ্যকার দায়িত্বশীল (উলিল আমর), আমীর বা নেতার অনুসরণের স্বতন্ত্র আয়াত ও হাদীস তো রয়েছেই। যা আনুগত্যের ক্ষেত্রে চিরন্তন কিংবা শর্তহীন নয়। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ.

---

[১১৪]. সূরা আ'রাফ ঃ ৩ আয়াত।

[১১৫]. সূরা শূরা ঃ ২১ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ, আনুগত্য কর রসূলের, আর তোমাদের মধ্যকার উলিল আমরের। যদি তোমাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরে আস।"[১১৬]

সুতরাং প্রমাণিত হল, নবীর অনুপস্থিতে উলিল আমরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব হলেও আল্লাহর দিকে তথা কুরআনের দিকে, এবং রসূলের দিকে তথা কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে নাযিলকৃত হাদীসের দিকে ফিরে আসা জরুরী। জীবিত উলিল আমরের কথা শরি'য়াত তথা কুরআন ও তাঁর ব্যাখ্যা হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হলে কখনই মানা যাবে না। এ পর্যায়ে মৃত রসূলের অনুসরণ করা হয় না, বরং তাঁর রেখে যাওয়া কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে নাযিলকৃত অহী তথা হাদীসের অনুসরণ করা হয়। আর এই অহীর সাথে তার স্বভাব চরিত্রও জড়িত ছিল। যেমন বর্ণিত হয়েছে : وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ "নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।"[১১৭] আর একাণেই তাঁর (স) কথা, কাজ ও মৌনতার মধ্যে আল্লাহর নাযিলকৃত অহী বিদ্যমান।

অনুচ্ছেদ ২০ ঃ কুরআন ও অভিধান প্রসঙ্গ।

১) হাদীস অস্বীকারকারীগণের কুরআন মাজীদ বুঝার জন্য অভিধানের ব্যবহার জরুরী। এতে যে অর্থ ও ব্যাখ্যা থাকে তা গ্রহণ করা হয়– এ ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নেই। সুতরাং কুরআন ছাড়াও অপর একটি বস্তু তাদেরকে গ্রহণ করতেই হয়। যদি অভিধান গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তবে কুরআন মাজীদের ঐ অভিধান কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না – যেখানে কুরআনের শাব্দিক নয় বরং পারিভাষিক অর্থ বিদ্যমান। কেননা পারিভাষিক অর্থ বিদ্যমান থাকতে শাব্দিক অর্থ কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক অভিধানই (তথা হাদীস) দলীল।

২) অভিধানের অধিকাংশ লেখকই অখ্যাত, কেউ কেউ অজ্ঞাত, কেউ কেউ অগ্রহণযোগ্য, আবার কেউ কেউ কট্টরপন্থীও হয়ে থাকে। এ পর্যায়ে তাদের লেখা অর্থকে দলীল হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে হাদীসকে দলীল হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে না। অথচ হাদীসের সংকলকগণ বিখ্যাত, সুপরিচিত, সিক্বাহ (মেধা ও চারিত্রিক দিক থেকে সর্বোন্নত), দ্বীনদার ও গ্রহণযোগ্য। সুতরাং তাদের গ্রহণ না করাটা কখনই ইনসাফের হতে পারে না। এজন্য হাদীস দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

---

[১১৬]. সূরা নিসা ঃ ৫৯ আয়াত।
[১১৭]. সূরা ক্বলাম ঃ ৪ আয়াত।

www.WaytoJannah.Com

৩) অভিধানের লেখকগণ যে অর্থ করে থাকেন তা সর্বক্ষেত্রে প্রমাণিত নয়। তারা অজ্ঞাত বর্ণনাকারীদের থেকেও শব্দার্থ গ্রহণ করেন, প্রচলিত শ্রুতি সংকলিত করেন। অনেক ক্ষেত্রে যে ভুল শব্দার্থ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হতে থাকে তাও সংকলিত করে থাকেন। পক্ষান্তরে হাদীসসমূহ সনদ ভিত্তিক, বিখ্যাত বর্ণনাকারী, সুপরিচিত বরং দ্বীনের বিশেষজ্ঞদের থেকে সংকলন করা হয়। অপরিচিত বর্ণনাকারীদের হাদীস গ্রহণযোগ্যতা পায় না, কেবল শোনা হাদীস প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সাধারণ অভিধান থেকে কুরআনের যে অর্থ করা হয় তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। বরং হাদীস থেকে যে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তা–ই প্রকৃত দলীল।

৪) অভিধান যামানার সাথে পরিবর্তন হয়। সুতরাং কোন অভিধানকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হবে? যেমন পূর্বে عيش এর অর্থ ছিল "জীবন অতিবাহিত করা"। ইদানিং এর অর্থ করা হচ্ছে "রুটি"। তাহলে কুরআন মাজীদের অর্থও তো এভাবে পরিবর্তন হতে থাকবে। সুতরাং কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা পরিবর্তনশীল অভিধান থেকে করা যাবে না, বরং অপরিবর্তনশীল অভিধান তথা হাদীস দ্বারাই করতে হবে।

৫) বাংলাদেশে যারা হাদীসের বিরোধীতা করছেন তারা মূল কুরআনের আরবীসহ তার অনুবাদ নিজের বইপত্রে দিচ্ছেন না। কেবলমাত্র আয়াতের দাবী বা তার মর্ম আয়াত নম্বরসহ উল্লেখ করছেন, যদি তারা সবকিছুই কুরআন দিয়ে উপস্থাপন করতে চান তবে মূল কুরআনের আরবী মতনসহ অনুবাদ বিষয়ভিত্তিক উপকারী তথ্য প্রকাশ করুন। বিষয়গুলো অবশ্যই এমন হতে হবে যা মানব জাতির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং কুরআন ও হাদীসে তাদের উপস্থাপনার কোন বিরোধিতা থাকবেনা উপস্থাপনার বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম তাওহীদ, শিরক, ইবাদাত, পারিবারিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রনীতি, বিচার-ব্যবস্থা। এগুলোর সাথে সাথে এটাও প্রমান করতে হবে কারো কখন কুরআনের ঐ দাবীগুলো বাস্তবায়ন করেছিল এবং কি পদ্ধতি ও পন্থায় তা সম্পন্ন হয়েছিল?

www.WaytoJannah.Com

জায়েদ লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহ

১। সহীহ নামায ও মাসনুন দোআ শিক্ষা - সাদা/নিউজ
(পরিমার্জিত ও তাহকীককৃত সংস্করণ) মাওলানা আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী
২। জান্নাত ও জাহান্নামের পরিচয়- অধ্যাপক মোবারক আলী
৩। ছুফীবাদের স্বরূপ বা পীর মুরিদী তন্ত্র
মুল ঃ শাইখ জামিল যাইনু, অনুবাদক ঃ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৪। পর্যালোচনা ও চ্যালেঞ্জ- আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৫। মুক্বীম অবস্থায় শরীক কোরবানী বিষয়ে সমাধান
শাইখ আখতারুল আমান বিন আবদুস সালাম, সম্পাদনা ঃ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
৬। **ISLAM AT THE CROSS ROAD** - দিক ভ্রান্তির কবলে ইসলাম
মোহাম্মদ আসাদ, অনুবাদ ঃ মো ইদরিস আলী
৭। আল-কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান, পরস্পর সঙ্গতিশীল কিংবা সঙ্গতিহীন
ডাঃ জাকির নায়েক, অনুবাদ ঃ ইদরীস আলী
৮। ইসলাম ঃ মানুষের গতি কোন্ পথে- আবদুল লতিফ বিন ফজর আলী আকন
৯। আল্লাহ নিরাকার এ ভ্রান্ত মতবাদ কোন আবু হানিফার - ঐ
১০। আল্লাহ অবয়ব বিশিষ্ট - ঐ
১১। মুনাজাত সত্যানুসন্ধান - ঐ
১২। সহজ পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ কুরআন পাঠ - ঐ
১৩। কুরআন ও ধর্ম ঃ উৎস এক পথ ও দল এক - ঐ
১৪। ব্যক্তি রায় ধর্মীয় অবক্ষয় - ঐ
১৫। সালাতুল জানাযা নামায না দোআ
নজরুল ইসলাম, মুহাদ্দিস শরিফবাগ কামিল মাদরাসা, ধামরাই।
১৬। মহিলাদের নামায - মোহাম্মদ জহুরুল হক জায়েদ
১৭। কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে স্বপ্ন রহস্য - ঐ
১৮। সলাতে ভুল হলে কী করবেন ও অসুস্থ ব্যক্তি কিভাবে সলাত আদায় করবেন। - ঐ
১৯। হারাম রিযক যা আপনার ইবাদত নষ্ট করে দেয়- ড. সালেহ্ বিন ফাওযান আল ফাওযান
২০। রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি সলাত (দরুদ) পাঠ করার নিয়ম, স্থান ও ফযীলত - ঐ
২১। অন্য এক কুরআনের পরিচয় - ঐ
২২। মহিলাদের একান্ত বিষয় ড. সালেহ্ বিন ফাওযান আল ফাওযান
২৩। মৃত ব্যক্তির জন্য ইছালে ছাওয়াব শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গী - ঐ
লেখক ঃ আব্দুল্লাহ শহীদ আবদুর রহমান, সম্পাদক ঃ মুহাম্মদ শামছুল হক সিদ্দিক
২৪। ইসলামের আলোকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এবং সংসারের শান্তি
রচনা ঃ ডাঃ মোঃ আমিরুল এহসান
২৫। রামাযান নির্দেশিকা - ঐ
২৬। ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ মাসয়ালা
২৭। এক হাতে মুসাফাহা মূল ঃ আব্দুর রহমান মুবারক পুরী, অনুবাদ ঃ কামাল আহমেদ
২৮। হাদীস কেন মানতে হবে ? - ঐ
২৯। ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাক্তা - ঐ
৩০। রসূলুল্লাহ (সঃ) যেভাবে তাবলীগ করেছেন- আহ্সানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

www.WaytoJannah.Com